রাঁচি, শনিবার

20:01:2024

web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>102 >> 05 Maagh 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ১০২ >> << ০৫ই, মাঘ ১৪৩০>>

সর্বশেষ রাতের হামলা কালে ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি দু'পক্ষের

খারকিভঃ রাশিয়া ও ইউক্রেন বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে তারা একে অপরের ড্রোন হামলা প্রতিহত করেছে। ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী বলেছে, রাতভর হামলায় রাশিয়ার নিক্ষেপ করা ৩৩টি ড্রোনের মধ্যে, ২২টিকেই ভূপাতিত করা হয়েছে। তারা আরো বলেছে, বেশ কয়েকটি রুশ ড্রোন ইউক্রেনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করলেও, নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছতে পারেনি। অধিকাংশ ড্রোন নিক্ষেপ করা হয় সামি, খেরসন ও নিপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলসহ ইউক্রেনের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, তাদের বিমান বাহিনী মস্কো অঞ্চলে ইউক্রেনের একটি ড্রোন ধ্বংস করেছে। আর, দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর সেন্ট পিটার্সবার্গের কাছে আরেকটি ড্রোনকে প্রতিহত করা হয়েছে। মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন টেলিগ্রামে বলেন, ধ্বংস করা ড্রোনের ধ্বংসস্তুপের কারণে কেউ নিহত বা আহত হয়নি কোনো ক্ষয়ক্ষতিও হয়নি।

বাজার দর

SENSEX : 71683.23 +496.37
NIFTY : 21622.40 +160.16

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
23.00 °c	10.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .26 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06 .32 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

ভারতে নৌকা ডুবে ১২ শিক্ষার্থীসহ ১৪ জনের মৃত্যু

ভাদোদরা : ভারতের গুজরাটের ভাদোদরা সিটির নিউ সানরাইজ স্কুলের ২৭ শিক্ষার্থী ও চার শিক্ষক একটি নৌকা নিয়ে হার্নি লেক ঘুরে দেখছিলেন।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার বিকালে নৌকাটি উল্টে গেলে ১২ শিক্ষার্থী ও দুইজন শিক্ষক ডুবে যান। স্কুল থেকেই পিকনিকের আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা ভাগে ভাগে নৌকায় করে লেকে ভ্রমণ করছিলেন।

ডুবে যাওয়া নৌকাটিতে মোট ২৭ জন শিক্ষার্থী, চারজন শিক্ষক এবং চারজন অপারেটর ছিলেন, যা নৌকাটির ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। এমনকি সেটিতে ছিল না কোনো লাইফ জ্যাকেট। শিক্ষার্থীদের বয়স সাত থেকে ১৩ বছরের মধ্যে বলে জানা গেছে। তারা প্রথম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষার্থী।

ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স শুক্রবার সকালেও লেকে তল্লাশি অভিযান চালায়। এদিন ভাদোদরা পুলিশ কমিশনার অনুপম সিং জানান, ১২ শিক্ষার্থী ও দুই শিক্ষকের মৃতদেহ তারা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষার্থীরা ভাগে ভাগে নৌকায় ভ্রমণ করছিল এবং ডুবে যাওয়া নৌকাটিতে শেষ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ছিল। লেকের পানি ২৫ ফুট গভীর।

দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা। একটি মামলাও দায়ের করা হয়েছে। কারো অবহেলায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্কুল কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার বিষয়ে অভিভাবকদের কিছু জানায়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে।

গাজায় বিমান হামলায় নিহত ১৬ জন, কয়েক ডজন জঙ্গি হত্যার দাবি ইসরাইলের

গাজাঃ বৃহস্পতিবার ইসরাইল বলেছে, তারা গাজা ভূখণ্ডের উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলে জঙ্গিদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। এদিকে, গাজায় হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাফাহতে ইসরাইলের বিমান হামলায় ১৬ জন নিহত হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মিশরের সাথে লাগোয়া গাজার সীমান্তে অবস্থিত রাফাহতে চালানো হামলা কালে একটি বাড়ি আঘাত প্রাপ্ত হয়। চিকিৎসা কর্মীরা জানিয়েছেন, এ হামলায় নিহত ১৬ জনের মধ্যে অর্ধেকই শিশু। ইসরাইলের সামরিক বাহিনী বলেছে, তাদের বাহিনী গাজার দক্ষিণাঞ্চলে খান ইউনিস এলাকায় প্রায় ৪০ জন জঙ্গিকে হত্যা করেছে। এ ছাড়া, গাজা ভূখণ্ডের উত্তরাঞ্চলে চালানো স্থল ও বিমান অভিযানে আরো বেশ কয়েকজন জঙ্গি নিহত হয়েছে। ইসরাইল আরো বলেছে, তারা দক্ষিণ লেবাননে হামাসের মিত্র জঙ্গি গোষ্ঠী হেজবুল্লাহর বেশকিছু স্থাপনা লক্ষ্য করে তাদের সর্বশেষ বিমান হামলা পরিচালনা করেছে। গাজাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে, লেবানন-ইসরাইল সীমান্তে আন্তঃসীমান্ত হামলা বেড়েছে। বুধবার দিনের শেষ দিকে কাতার বলেছে, হামাসের হাতে জিম্মি ব্যক্তিদের জন্য পাঠানো ওষুধ গাজায় পৌঁছেছে তবে সেগুলো বিতরণ করা হয়েছে কি না তা স্পষ্ট নয়।

কাতার এবং ফ্রান্সের মধ্যস্থতায় প্রতিষ্ঠিত চুক্তির অংশ হিসেবে এই ওষুধ সরবরাহ করা হয়। চুক্তিতে, ৪৫ জন জিম্মি, যাদের মারাত্মক রোগ রয়েছে, তাদের জন্য ওষুধ পাঠানোর শর্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ছাড়া, গাজা ভূখণ্ডের ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের জন্য ওষুধ ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা পাঠানোর বিষয়ও চুক্তির অংশ। বুধবার এক বিবৃতিতে ফিলিস্তিনি উদ্বাস্তু বিষয়ক জাতিসংঘ সংস্থার প্রধান ফিলিপ লাজারিনি বলেছেন, গাজার জনগণ ঘিঞ্জি আশ্রয়কেন্দ্রে গাদাগাদি করে বাস করছেন। তাদের ওষুধের অভাব প্রকট ঘন ঘন টেলিযোগাযোগ ব্ল্যাকআউট পরিস্থিতিতে পড়ছেন তারা। আর, এখানে যে সীমিত পরিমাণ পণ্য বিক্রয়ের জন্য রয়েছে এগুলোর দাম এখন অত্যন্ত চড়া। এমন সব সমস্যা মোকাবেলা করছে গাজার জনগণ। জাতিসংঘ বলছে, গাজার জনসংখ্যা ৮৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১৯ লাখ মানুষ যুদ্ধের কারণে তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টে শুনানি পর্যন্ত ট্রাম্পের নির্বাচন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে মেইনের আদালত

নিউ ইয়র্ক : রিপাবলিকান দলের প্রাইমারিতে অংশ নেয়া থেকে, যুক্তরাষ্ট্রর সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে বিরত রাখতে, মেইন অঙ্গরাজ্যের শীর্ষ নির্বাচনী কর্মকর্তা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা পুনর্মূল্যায়ন করতে বুধবার এক আদেশ দিয়েছে রাজ্যের একটি আদালত। কলোরাডোতে, একই ধরনের একটি মামলায়, যুক্তরাষ্ট্রর সুপ্রিম কোর্ট রুল জারি করায়, মেইনের আদালত এই আদেশ দিলো। মেইন অঙ্গরাজ্যের সুপিরিয়র কোর্টের বিচারপতি মাইকেলা মারফি জানিয়েছেন, কলোরাডো মামলায়, সুপ্রিম কোর্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে অনুসারে, এই বিষয়গুলো কীভাবে ও কোন আদালতের বিবেচনা করা উচিত, সেই সংক্রান্ত নির্দেশের পুরোটাই বদলে গেছে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর, মেইন অঙ্গরাজ্যের সেক্রেটারি অফ স্টেট, ডেমোক্র্যাট শানা বেলোজকে বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন, প্রাইমারির ভোটাভুটি থেকে ট্রাম্পকে আটকানোর জন্য যে সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছিলেন, সেই সিদ্ধান্ত যেন ৩০ দিনের মধ্যে পুনর্বিবেচনা করেন। ডিসেম্বরে বেলোজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের একটি বিধি অনুসারে ট্রাম্প যিনি ২০২৪ সালের রিপাবলিকান দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে প্রতিযোগিতায় অগ্রভাগে রয়েছেন পুনরায় দায়িত্বে ফেরার যোগ্য নন। সংবিধানের ওই বিধি অনুযায়ী, বিদ্রোহে যুক্ত ব্যক্তিরা কোনো পদে থাকতে পারেন না। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান করতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট। এই মামলার মৌখিক সওয়াল জবাবের দিন ধার্য হয়েছে ৮ ফেব্রুয়ারি। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ১৪তম সংশোধনীর ৩ ধারা নামে পরিচিত বিধান অনুযায়ী, মেইন ও কলোরাডো এখন পর্যন্ত এমন দুই রাজ্য যারা ট্রাম্পকে নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করেছে। ট্রাম্প আপিল করায়, উভয় রাজ্যই তাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছে। অন্য কয়েকটি রাজ্যের একাধিক আদালত ও নির্বাচনী কর্মকর্তারা ট্রাম্পের প্রার্থিতা নিয়ে অনুরূপ চ্যালেঞ্জ প্রত্যাখ্যান করেছে।

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

মহুয়া মৈত্র মামলা করলেন সরকারি বাংলো খালি করার নোটিসের বিরুদ্ধে

কলকাতা : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্রকে অবিলম্বে তার জন্য নির্দিষ্ট সংসদ সদস্যের বাংলো ছাড়ার জন্য আবার নোটিস দিয়েছে লোকসভার কমিটি। এবার সেই নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করে ১৮ জানুয়ারি দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছেন প্রাক্তন তৃণমূল সংসদ সদস্য মহুয়া মৈত্র। উচ্চ আদালত তার আবেদন গ্রহণ করেছে। গত ৮ ডিসেম্বর মহুয়ার সংসদ সদস্য পদ খারিজ হয়। নিয়ম অনুযায়ী গত ৭ জানুয়ারির মধ্যে তাকে দিল্লিতে সরকারি বাংলো খালি করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা না করায় গত ১২ জানুয়ারি মহুয়ার কাছে নোটিস যায়। সংশ্লিষ্ট নোটিসকে চ্যালেঞ্জ করেই দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছেন মহুয়া। লোকসভা থেকে বহিষ্কার হওয়ার পর তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে সংসদ সদস্যের জন্য নির্দিষ্ট বাংলো খালি করার নোটিস দিয়েছিল লোকসভার ডিরেক্টরেট অফ এস্টেট। সেই নোটিসের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী কিছু দিন মহুয়া মৈত্র এই বাংলোয় থাকতে চেয়ে অনুরোধ করেছিলেন। তবে ডিরেক্টরেট অফ এস্টেট জানিয়ে দিয়েছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদকে অবিলম্বে বাংলো ছাড়তে হবে। গত ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লির ওই বাংলোয় মহুয়ার থাকার অনুমতি ছিল। বাংলো না ছাড়ায় তাকে এর আগে গত ৮ জানুয়ারি একবার কারণ দর্শানোর নোটিস দিয়েছিল কেন্দ্রীয় দফতর। ডিওই-এর তরফ নোটিসে জানানো হয়, বাংলো খালি করতে প্রয়োজনে বলপ্রয়োগের রাস্তাতেও হাঁটা হতে পারে। ভারতে সংসদ সদস্যদের মেয়াদ শেষে স্বল্প ভাড়ায় আরও ছয় মাস সরকারি বাংলোয় থাকতে পারেন। কিন্তু মহুয়া মৈত্রকে সেই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না বলে ইতিমধ্যে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বিতর্ক নতুন পদক্ষেপগুলির ফলে বছরে বাড়তি প্রায় ৬০০ মানুষকে ফেরত পাঠানো যাবে বলে সরকার অনুমান করছে

জার্মানিতে আবেদন নাকচ হওয়া আশ্রয়প্রার্থীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ

বার্লিন (এজেন্সী)ঃ আবেদন নাকচ হলে আশ্রয়প্রার্থীদের আরো দ্রুত ফেরত পাঠাতে জার্মান সরকার সংসদে নতুন পদক্ষেপ অনুমোদন করিয়েছে। এর ফলে চরম দক্ষিণপন্থি শক্তির রমরমা কমানো যাবে কিনা, সে বিষয়ে বিতর্ক চলছে।

শরণার্থী ও অভিবাসনপ্রত্যাশীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলায় জার্মানি তথা ইউরোপের রাজনীতি জগত উত্তাল। একাধিক দেশে চরম দক্ষিণপন্থি শক্তি এ বিষয়ে মানুষের ভয়ভীতির ফায়দা তুলে নিজেদের শক্তি বাড়াচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্তরে এই সংকট সামাল দেওয়া পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে না। ফলে জাতীয় স্তরে মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলি বাধ্য হয়ে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। ফ্রান্সের পর জার্মানিও এবার সেই পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার জার্মান সংসদের নিম্ন কক্ষ বুন্ডেসটাগ রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী সংক্রান্ত নতুন কিছু কড়া নিয়ম অনুমোদন করেছে। এর আওতায় কোনো ব্যক্তির আশ্রয়ের আবেদন নাকচ করা হলে তাকে দ্রুত ও আরো সহজে প্রত্যর্পণ করা কর্তৃপক্ষের জন্য সহজ হবে। বিশেষ করে অপরাধী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ক্ষেত্রে প্রত্যর্পণ আরো তরান্বিত করা হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেসার বলেন, যে সব মানুষের জার্মানিতে থাকার আইনি অধিকার নেই, তাদের আরো দ্রুত দেশ ছাড়তে হবে। তাঁর মতে, 'অবৈধ বহিরাগতদের' নিজেদের দেশে ফেরত পাঠাতে পারলে যে সম্পদ সাশ্রয় হবে, আশ্রয়ের সত্যি প্রয়োজন আছে, এমন মানুষের জন্য তা কাজে লাগানো হবে। নতুন এই সব পদক্ষেপ অনুমোদনের মাধ্যমে পুলিশের হাতে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। ফলে যাদের জার্মানি ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের সন্ধান করা ও তাদের পরিচয় নির্ণয় করা আগের তুলনায় সহজ হবে। তাছাড়া বহিষ্কারের নির্দেশের পর কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের দশ দিনের বদলে ২৮ দিন পর্যন্ত আটক রাখতে পারবে। ফলে তাদের ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়ার জন্য আরো সময় পাওয়া যাবে। নতুন পদক্ষেপগুলির ফলে বছরে বাড়তি প্রায় ৬০০ মানুষকে ফেরত পাঠানো যাবে বলে সরকার অনুমান করছে। গত বছরে নেওয়া পদক্ষেপের ফলে সেই হার ইতোমধ্যেই ২৭ শতাংশ বেড়ে গেছে।

জার্মান সরকারের এসব পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরাতে পারবে কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়। জনমত সমীক্ষায় চরম দক্ষিণপন্থি দল এএফডি এখনো দ্বিতীয় জনপ্রিয় শক্তি হিসেবে নিজস্ব অবস্থান ধরে রেখেছে। এমনকি সাম্প্রতিক এক কেলেঙ্কারি সত্ত্বেও তাদের প্রতি সমর্থন কমছে না। বিভিন্ন মহল থেকে বুন্ডেসটাগের সিদ্ধান্তের সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। বামপন্থি দল 'ডি লিংকে' সরকারের বিরুদ্ধে সামান্য কিছু মানুষের বিরুদ্ধে এমন কড়া পদক্ষেপকে চরম দক্ষিণপন্থি শক্তির মনোভাবের সঙ্গে তুলনা করেছে। একাধিক মানবাধিকার গোষ্ঠী এমন পদক্ষেপকে অমানবিক ও অত্যধিক হিসেবে বর্ণনা করেছে। জার্মান আইনজীবী সমিতিও সরকারের সমালোচনা করেছে। সমুদ্রপথে আশা আশ্রয়প্রার্থীদের উদ্ধারে নিয়োজিত গোষ্ঠী 'এসওএস হিউম্যানিটি' এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, কেউ পালিয়ে আসা মানুষকে মানবিক সাহায্য দিলেও এবার কারাদণ্ডের হুমকির মুখে পড়তে হবে। উল্লেখ্য, নতুন আইনে আদম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের আওতায় সাহায্যকারীরাও কড়া পদক্ষেপের মুখে পড়তে পারে। কারণ অর্থের বিনিময়ে বা নিঃস্বার্থভাবে বহিরাগতদের সাহায্যের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করা হচ্ছে না। জার্মানির জোট সরকার অবশ্য দাবি করছে, যে এনজিও-গুলির শাস্তির ভয় পেতে হবে না।

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে ও ক্ষুদ্র শিল্পের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ধর্মঘটের সমর্থনে বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির বিক্ষোভ ও গণদরখাস্ত প্রদান

মেদিনীপুর ঃ স্মার্ট প্রিপেড মিটার ও টিওডি সিস্টেম বাতিল, বর্ধিত ফিক্সড ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার সহ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আজ দপ্তরের নন্দকুমার কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের স্টেশন ম্যানেজারের নিকট অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)'র পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সাথে সাথে গ্রাহকরা ব্যক্তিগতভাবে 'স্মার্ট মিটার চাই না' এই মর্মে ২২৯ জন বিদ্যুৎ গ্রাহক গণ দরখাস্ত প্রদান করেন। নন্দকুমারের রাজীব পার্ক থেকে কয়েক শত বিদ্যুৎ গ্রাহক মিছিল করে কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে এসে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রদীপ দাস,সহঃ সভাপতি প্রণব মাইতি, ব্লক সভাপতি সুনীল ঘোড়াই প্রমুখ।

প্রদীপবাবু আগামী ৩০ শে জানুয়ারি রাজ্যে ক্ষুদ্র শিল্পের বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ২৪ ঘন্টার ধর্মঘট পালন করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গ্রাহকস্বার্থবিরোধী এই নীতি চালু করে জনগণের পকেট যথেচ্ছভাবে লুট করা হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় গ্রাহক প্রতিরোধে স্মার্ট মিটার লাগানো থেকে বিরত থাকতে হয়েছে দপ্তরের কর্মচারীদের। ফলে সর্বত্র গ্রাহক কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানান উনি।

বিদ্যালয়ে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

সন্ন্যাসী কাউরী পাঁশকুড়া ঃ ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটাতে বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করল শ্যামসুন্দরপুর পাটনা উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে তিন দিন ধরে চলে এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। শুক্রবার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা শেষ হয়। অঙ্কন, নাচ, গান, আবৃতি, ক্যুইজ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে আগামী ২৩ শে জানুয়ারি বিদ্যালয়ের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সেক গোলাম মোস্তফা বলেন, ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ সংস্কৃতিবোধ গড়ে তোলা, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের জন্য পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা হয়ে থাকে। তারই অঙ্গ হিসেবে বিদ্যালয়ে তিন দিন ধরে এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন।

রেডিমেট পিঠে মিলছে মিষ্টির দোকানে

জলপাইগুড়ি ঃ পৌষ সংক্রান্তি। অর্থাৎ বাঙালির ঘরে ঘরে আজ পিঠে পুলির আয়োজন। তবে এখন বাজারেই মিলছে রেডিমেট পিঠে। মিষ্টির দোকানে পাওয়া যায় পাটি সাপটা, মাল পোয়া সহ বিভিন্ন ধরনের পিঠের সম্ভার। যার জেরে অনেকেই বাড়িতে পিঠে বানান না বলে জানা যায়। ফলে বাজারে ব্যবসা অনেক খারাপ। বাজারে চাহিদা কম থাকায় ব্যবসা খারাপ হয়েছে। এই বিষয়ে এক ব্যবসায়ী নিতাই সাহা বলেন, বাজারে রেডিমেট পিঠে পাওয়া যাচ্ছে। মিষ্টির দোকান গুলিতে পিঠে পাওয়া যাচ্ছে ফলে পিঠের সামগ্রী নিয়ে যে আমাদের দোকান সেগুলির বাজার মন্দা। রেডিমেট পিঠে পাওয়ায় এখন চাহিদা অনেকটা কমেছে। এই বিষয়ে এক মিষ্টি ব্যবসায়ী বলেন, তেমন কোনো পিঠে নেই। আপাতত মালপোয়া এবং পাটি সাপটা তৈরি করা হয়েছে। এগুলো তৈরি করতেও প্রচুর খরচ হয়। বাজারে তেমন বিক্রি হচ্ছে না হয়তো ধীরে ধীরে বাজার জমবে।

দোকানে পিঠে কিনতে আসা এক ক্রেতা বলেন পৌষ সংক্রান্তিতে প্রতিটি বাড়িতেই পিঠে বানানো হয়। বর্তমানে পিঠে বানাতে যা ঝামেলা তা বানাতে নারাজ মর্ডান গৃহবধূরা তাদের কথায় পিঠেপুলি বানাতে এত ঝামেলা, সেই জন্য বাড়ির কর্তাদের কাছে মিষ্টির দোকান থেকেই রেডিমেড পিঠে পুলি নিয়ে আসতে বলেন তারা সেই মোতাবেক বাড়ির গৃহস্থরা দোকান থেকে রেডিমে ড পিঠাপুলি নিয়ে এসেই সাদ মেটান পৌষ সংক্রান্তিতে।

লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে, ডেবরায় তৃণমূলের জনসংযোগ যাত্রা

সন্ন্যাসী কাউরী ডেবরা, প. মেদিনীপুর ঃ লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে পথে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে পেছনে ফেলে ছাত্র যুবদের সঙ্গে নিয়ে জনসংযোগে নেমে পড়ল ডেবরা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। ১২ই জানুয়ারি জাতীয় যুব দিবস এর দিন থেকে জনসংযোগ যাত্রা শুরু করে তৃণমূল নেতৃত্ব। আগামী ২৩ জানুয়ারি ম্যারাথন দৌড়ের মাধ্যমে শেষ হবে এই জনসংযোগ যাত্রা কর্মসূচি। মূলত বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে বুথ গুলিতে তৃণমূল কংগ্রেস তুলনামূলক খারাপ ফল করেছে, সেই বুথগুলোতে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ, সমস্যার কথা শোনা এবং নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করাই এই জনসংযোগ যাত্রা কর্মসূচি। এমনটাই জানান ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রদীপ কর। এই কর্মসূচিতে ২৫০ কিমি পথ অতিক্রম করে ৯৭ টি বুথ, ১৪ টি অঞ্চল, ২০ হাজারেরও বেশি পরিবারের সাথে দেখা করে, তাদের অভাব অভিযোগ শোনেন নেতৃত্বরা। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ৬০ এর অধিক সামাজিক প্রকল্পের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেন নেতৃত্বরা। ডুঁয়া, রাধামোহনপুর, থানামোহন , জলিমান্দা, মালিহাটি, গোলগ্রাম, ষাঁড়পুর, সত্যপুর, ভবানীপুর সহ মোট ১৪ টি অঞ্চলের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ, তপশিলি জাতি, উপজাতি, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে কথা বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা ।

ব্লক সভাপতি প্রদীপ করের নেতৃত্বে ছাত্র যুব ও তৃণমূল কর্মীরা সাইকেল করে গোটা ব্লকে জনসংযোগ যাত্রা কর্মসূচিতে অংশ নেন। জনসংযোগ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব বিবেকানন্দ মুখার্জি, প্রতিমা মুখার্জি, শ্যামল মুখার্জি, সীতেশ ধাড়া, বিধায়ক হুমায়ূন কবীর ,প্রাক্তন বিধায়ক ও তৃণমূল নেতা রাধাকান্ত মাইতি, বাদল চন্দ্র মন্ডল সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি প্রদীপ কর বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে ডেবরা ব্লকের বেশ কয়েকটি বুথে তৃণমূলের খারাপ ফল হয় । মূলত সেগুলিকে খতিয়ে দেখতে এবং ডেবরা ব্লকের সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগ, সমস্যার কথা শুনে সেগুলো সমাধান করার লক্ষ্যে এই জনসংযোগ যাত্রা কর্মসূচি। এতে বিপুল সংখ্যক মানুষের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ডেবরা আর মানুষের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস আগামী দিনে লাগাতার কাজ করে যাবে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখবে।

হাড় কাঁপানো ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে মধ্যরাত থেকে পুণ্যের ডুব সাগরে

গঙ্গাসাগর ঃ হাড় কাঁপানো ঠান্ডা রাজ্যজুড়ে।আজ সোমবার মকর সংক্রান্তি। মনস্কামনা পূরণের জন্য গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছে। ভিড় উপচে পড়ছে সমুদ্র সৈকতে। সাগরে স্নানের মাহেন্দ্রক্ষণ সকাল ৯ টা ১৩। যদিও কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই রবিবার মাঝরাত থেকে শুরু হয়েছে স্নান। চলবে সোমবার রাত ১২ টা ১৩ পর্যন্ত।

সাগরে স্নানের পাশাপাশি, কপিল মুনির আশ্রমে পুজো দেবেন পুণ্যার্থীরা। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে মেলা চত্বর ও আশপাশের এলাকা। একাধিক পুলিশ ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে। আকাশপথে ও জলপথে চলছে নজরদারি। উপকূলরক্ষী বাহিনী, গত্বঞ্জ্ক, সিভিল ডিফেন্স ছাড়াও প্রস্তুত ভারতীয় নৌ বাহিনী। ড্রোন ওড়ানোর পাশাপাশি, স্পিড বোট ও হোভার ক্রাফটে চড়ে টহল দিচ্ছে পুলিশ ও নৌসেনা। প্রবল ঠান্ডার মধ্যেই গঙ্গাসাগরে মকর সংক্রান্তির স্নান। শীত উপেক্ষা করেই সাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের ভিড় বাড়ছে। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, রবিবারের মধ্যে মেলায় পৌঁছে গিয়েছেন ৪৫ লক্ষ পুণ্যার্থী। সংখ্যাটা ধীরে ধীরে বাড়ছে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই সাগরে ডুব দিচ্ছেন পুণ্যার্থীরা।

সংসার চালানো থেকে ছোট্ট ছেলেমেয়ের পেটে ভাতের জোগাড় দিতে তাপসীর লড়াই গঙ্গাসাগরে

গঙ্গাসাগর ঃ সব তীর্থ বারবার গঙ্গাসাগর একবার , অতীতের কথা ভুলে গঙ্গাসাগরে সব তীর্থর মত বারবার ছুটে আসছেন সনাতন ধর্মের মানুষজন। সেই গঙ্গাসাগরে যত তীর্থযাত্রী আসে তারা গঙ্গাকে দর্শন বা স্নান করার আগে গঙ্গাকে কিছু দক্ষিণা প্রদান করেন । সেই দক্ষিণা স্বরূপ যে খুচরো টাকাটা জলের মধ্যে পড়ে সেই টাকা কুড়িয়ে বা পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে যে ক্রিয়া কার্য করা হয় নতুন পিতল বা তামার ঘট বা শাড়ি দিয়ে । ক্রিয়া কার্যের পর জলে তা ভাসিয়ে দেয়। তখন তাপসীর লড়াই শুরু হয় সংসার বাঁচানোর তাগিদে। একদিকে ছোট্ট ছোট্ট খুদে শিশুদের পেট ভরাতে পাপ পূণ্যের ভয় ছেড়ে সেই পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে যে ঘট বা শাড়ি, গঙ্গাকে নিবেদন করা হয় সেইগুলি তুলে নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দোকানে আবার বিক্রি করে। তারপর তাপসীর সংসার চলে। মেলা কটা দিন খুব আরামে সংসার চলে। মেলার পরেও বারো মাস এই কাজ করে । যদিও মেলার পরে একটু হলে ভাটা পড়ে এই কাজে। তখন কষ্ট সৃষ্ট করে সংসারটাকে বাঁচানোর জন্য চালিয়ে যেতে হয় লড়াই।

স্কোরপিও গারির ভেতর থেকে যুবকের মৃত দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য সাগরদিঘীর নয়নডাঙ্গা এলাকায়

সাগরদিঘী ঃ মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘীর নয়ানডাঙ্গার যুবক রমজান আলী সে একজন গাড়ি চালক, নিজস্ব স্কোরপিও চগাড়ি নিয়ে বীরভূমেরে নলহাটির উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে রওনা দেয়। বেলা গড়াতেই না গড়াতেই তার স্ত্রী,রমজান আলীকে ফোন করেন এবং ফোনে জানা যায় গাড়িতে সে যাত্রী নিয়ে রয়েছে। কিন্তু তার স্ত্রী জানান বেলা শনিবার বেলা ৪টার পর থেকে তাকে আর ফোনে কোন ভাবেই পাওয়া যায়নি, পরবর্তীতে তার স্ত্রী, রমজান আলির বন্ধু বান্ধব কে ফোন করতে শুরু করেন। এবং শেষে জানা যায়। সাগরদিঘীর মনিগ্রাম PDCL এর ইনটেক নামক একটি জায়গা, সেখানেই ক্যানেলের ধারে একটি স্করপিও চার চাকা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে পায়। পরিবারের লোকজন সেখানে যায় , এবং গাড়ির দরজা খুলেই দেখতে পাই গাড়ির মধ্যেই পড়ে রয়েছে রমজান আলী, পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি সাগরদিঘী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ডাকে

কলকাতা ঃ AICPI অনুযায়ী সকল বকেয়া ত্তক প্রদান, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছ ও স্থায়ী নিয়োগ, যোগ্য অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণ ও ডিটেলমেন্ট প্রতিহিংসামূলক বদলি প্রত্যাহারের দাবিতে হাওড়া, শিয়ালদহ ও হাজরা থেকে মহামিছিল ও শহিদ মিনারে মহাসমাবেশ ১৯শে জানুয়ারি, ২০২৪ (শুক্রবার) ১লা জানুয়ারি, ২০২৪ থেকে রাজ্যব্যাপী জনসংযোগ যাত্রা জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ৩ দিনের ধর্মঘট ও অনশন অবস্থানের পরিকল্পনা AICPI অনুযায়ী বকেয়া সহ কেন্দ্রীয় হারে ডিএ প্রদান এবং শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে রাজ্যের ৬০ টি সরকারি, আধাসরকারি, পৌর পঞ্চায়েত কর্মচারী, ডাক্তারনার্স, শিক্ষকশিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মীদের সংগঠন পাশাপশি বিভিন্ন সরকারি দফতরের অস্থায়ী কর্মী সংগঠন একত্রিতভাবে 'সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ' গড়ে তুলে বছর খানেক ধরে ধারাবাহিক আন্দোলন করে যাচ্ছেন। গত ২৭ জানুয়ারি, ২০২৩ শুক্রবার গণছুটি নিয়ে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে হাজার হাজার শিক্ষককর্মচারীর সুসজ্জিত শান্তিপূর্ণ মিছিল কলকাতা শহীদ মিনার ময়দানে আসে, তারপর সেদিন থেকে শহীদ মিনারে লাগাতার বিক্ষোভ অনশন ও ধারাবাহিক অবস্থান কর্মসূচি চলছে। আজ ৩৪১ তম দিনেও শহীদ মিনারের পাদদেশে সংগ্রামী সাথীরা অবস্থান করে লড়াই করে যাচ্ছেন। বর্তমানে ৩৬ শতাংশ ডিএ বাকি। ফলে এখনই আমরা প্রতিমাসে কয়েক হাজার টাকা করে বঞ্চিত হচ্ছি। এর সঙ্গে পঞ্চম বেতন কমিশনের প্রাপ্য ২০০৯ থেকে বাকি। গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি '২০২৩ (বুধবার) তারিখে অর্থ প্রতিমন্ত্রী বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ করার সময় গত মার্চ ২০২৩ থেকে ৩ শতাংশ ডিএ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন, যার প্রতিবাদে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ আরো তীব্রতর করার আহ্বান জানিয়েছে। আন্দোলন অন্যদিকে, দীর্ঘদিন নিয়োগ না করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সহ সমস্ত সরকারি অফিসে অল্প লোক দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। এর ফলে আমাদের কাজের চাপ যেমন বেড়েছে বহুগুণ তেমন এই অগ্নিমূল্যের বাজারে সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। অথচ, লক্ষ লক্ষ শূন্য পদ পূরণে সরকারের তেমন কোন উদ্যোগ নেই। পদবিলোপ করা হচ্ছে সন্তর্পনে । যতটুকু নিয়োগ হয়েছে তার পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি আজ প্রমাণিত। যোগ্য প্রার্থীরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়ে দিনের পর দিন রাস্তায় বসে আংদোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। বিগত দিনগুলিতে ধারাবাহিক কর্মসূচী ও আংদোলনের মাধ্যমে দাবি আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। লড়াই চলাকালীন কর্মচারীদের আবেদনে আরও ২টি দাবি মূল দাবির সঙ্গে সংযোজিত হয়ে বর্তমানে মূল চারটি দাবি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ও সমবেত ভাবে লড়াই চলছে ঃ(১) AICPI অনুযায়ী সকল বকেয়া সহ কেন্দ্রীয় হারে ত্তক প্রদান, (২) সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শূন্যপদে স্বচ্ছ ও স্থায়ী নিয়োগ, (৩) যোগ্য অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণ, (৪) ডিটেলমেন্টপ্রতিহিংসামূলক বদলি প্রত্যাহার বিগতদিনের ধারাবাহিক কর্মসূচীগুলি কর্মচারীদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। সেগুলি হল ১১ জুন ২০২২ কলকাতায় মহামিছিল, ২৮ জুলাই ২০২২ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে রাজ্য কনভেনশন, ২৭শে আগস্ট ২০২২ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে সুবিশাল বিক্ষোভ মিছিল, ২২শে অক্টোবর ২০২২ চাকরিপ্রার্থীদের ধর্ণা মঞ্চে সংহতি প্রদান, ১১ নভেম্বর ২০২২ জেলায় জেলায় অবস্থান ও ডিএমকে ডেপুটেশন, ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ উত্তরবঙ্গে অভিযান সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ১ ফ্রেব্রুয়ারি (বুধবার) ২০২৩ তারিখ পূর্ণদিবস কর্মবিরতি, ১৬ই ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) ২০২৩ রাজ্যপালের সাথে সাক্ষাৎ আলোচনা, ১৭ ফেব্রুয়ারি

বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে বর্ধমানের পাসিখানা বাঁকা নদী থেকে উদ্ধার হল এক কিশোরের মৃতদেহ

বর্ধমান ঃ বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ থাকার পর অবশেষে বর্ধমানের পাসিখানা বাঁকা নদী থেকে উদ্ধার হল এক কিশোরের মৃতদেহ। মৃতদেহের ময়না তদন্ত হল বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। মৃত কিশোরের নাম রোহিত দাস (১২) । কিশোর রথ তলা হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিল। পরিবারের সদস্যদের দাবি ঘুড়ির নেশা ছিল খুব তার আর ঘুড়ি ধরতে গিয়েই হয়তো বাকা নদীতে পড়ে জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়। গত বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সে নিখোঁজ ছিল বর্ধমান থানায় নিখোঁজ ডাইরিও করা হয়েছিল। এদিন সকালে পাসিখানা বাকা নদীতে তার মৃতদেহ ভাসতে দেখে এলাকার মানুষজন। বর্ধমান থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ও ময়নাতন্ত্রের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ মার্কে পাঠায় মৃতদেহ।

নাশকতার ছক বানচাল করতে প্রস্তুত এন্টি টেররিস্ট স্কোয়াড

গঙ্গাসাগর ঃ সোমবার মকর সংক্রান্তির পুণ্য লগ্নে পুণ্যের ডুব দিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষ ভিড় জমিয়েছেন মহামানবের সাগর তীরে । ইতিমধ্যেই চলছে পুণ্যের ডুব। মক্ষলাভের আশায় কনকনে হিম শীতল জলে ডুব দিচ্ছে তীর্থযাত্রীরা।সাগর মেলার প্রস্তুতি। নজরদারি থেকে নিরাপত্তা, সবেতেই বিশেষ তৎপর রাজ্য প্রশাসন। ওয়াচ টাওয়ার, সিসিটিভি , ড্রোনের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে নজরদারি। স্নানের সময় দুর্ঘটনা রুখতে তৈরি রাখা হয়েছে সিভিল ডিফেন্স ও এনডিআরএফকে ।রবিবার রাত থেকে শুরু পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যস্নান। কনকনে শীত থাকলেও পুণ্যার্থীদের সমাগম কিন্তু কমে নি। সূত্রের খবর, শনিবার দুপুর ১২ টা পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪৫ লক্ষ পুণ্যার্থী এসেছেন। এই সংখ্যা আরও রেকর্ড হবে এই বছরে। তাই তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে শুরু হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি। রয়েছে পুলিস বাহিনী মোতায়েন। আজ, রবিবার রাত ১২টা ১৩ মিনিট থেকে সোমবার রাত ১২ টা ১৩ মিনিট পর্যন্ত মকর সংক্রান্তির পূণ্য স্নানএর তিথি।

উন্নতযাত্রী নিবাস সহ ২২ টি জেটি, ২৫০ টি বাস, ৬ বার্জ ও ১০০ টি লঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। তাছাড়া জলযানের অবস্থান সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হচ্ছে ইসরোর টেকনোলজি। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মোতায়েন ১৪ হাজার পুলিস কর্মী। বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ১১৫০ সিসিটিভি। এছাড়াও ৪৩ টি ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে নজর রাখছে ১৮ টি অ্যান্টি ক্রাইম টিম। পুণ্যার্থীদের সুরক্ষায় তৈরি হয়েছে ১১ টি ফায়ার স্টেশন, নিয়োজিত ৩৫৩ জন কর্মী। থাকছে ৭০ টি ফায়ার মোটর সাইকেলের ব্যবস্থা এবং ৩টি সাব স্টেশন। খোলা হয়েছে মেগা কন্ট্রোল রুম। গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে রাজ্য পুলিশের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের নিরপত্তার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে রাজ্য পুলিশের ৬ জন ডিআইজি পদমর্যাদার অফিসার মোতায়েন রয়েছে মেলাতে এর পাশাপাশি ১৩ জন পুলিশ সুপার , ১১৭ জন ডিএসপি ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ২৪ জন গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার দায়িত্বভার কাধে নিয়েছেন। মোতায়েন করা রয়েছে দুটি বোম স্কোয়াড,দুটি পুলিশ কুকুর। বড় সর নাশকতার ছক করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে অ্যান্টি টেরারিস্ট স্কোয়াড।

জলপথে পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় রয়েছে মহিলা এনডিআরএফের আধিকারিক সহ ৭০ জনের টিম। রয়েছে ইন্ডিয়ান নেভি। এছাড়াও আকাশ পথে নজরদারি করার জন্য ড্রোন ও হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ওটেশ্বর রাও নানাভাট বলেন, ১৩ হাজার এরও বেশি পুলিশ কর্মী এই মেলার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশে একাধিক উচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী এই দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন। ২৪ ঘন্টা সিসিটিভির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন জায়গায় নজরদারি চালাচ্ছি। গঙ্গাসাগর মেলা পুণ্যার্থীদের জন্য নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা বলায় তৈরি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে জমে উঠেছে গঙ্গাসাগর মেলা আর পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কোনোরকম খমতি রাখতে চাইছে না, জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা।

হাওড়ার ডোমজুড়ে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়

হাওড়া ঃ হাওড়ার ডোমজুড়ে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাস্থলে ডোমজুড় থানার পুলিশ। ডোমজুরের দক্ষিণ ঝাপরদাহ এলাকার ঘটনাটি ঘটে। তখনই সকলের নজরে আসে বিষয়টা। যেখান থেকে মৃতদেহটি পাওয়া যায় সেখানে একজোড়া জুতো পরে ছিল। ঘাসের মধ্যে রক্তের দাগ ছিল।সামনে কিছুটা দূরে একটি মোটা লাঠি পরে ছিল। ওই অজ্ঞত পরিচয়ের যুবকের পরনে ছিল ফুলহাতা জামা, ফুলহাতা গেঞ্জি ও জিনসের প্যাংট। তার শরীরে রক্তের দাগ ছিল ও কানের পাশে রক্তের দাগসহ আঘাত ছিল। পুলিশের অনুমান তাকে কে বা কারা খুন করেছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার কথা বলার চেষ্টা করলেও তারা ক্যামেরার সামনে কোন রকম কথা বলতে চাননি

হাওড়া ঃ উত্তর হাওড়ার গোলাবাড়ি এলাকার ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে গত ১৮ ডিসেম্বর ইউটিআই ইনফেকশন ও ইউরো সমস্যা নিয়েভর্তি হয় হাওড়া ময়দান এলাকার রামেশ্বর মালিয়ালিনের বাসিন্দা হিতাংশ আগারওয়াল। মেডিক্লেম থাকা সত্ত্বেও গত ১২ তারিখ দুপুরে হিতাংশ ও স্ত্রীর শ্রুতি আগারওয়ালের অভিযোগ ওই হাসপাতালের opd ipd প্রধান এম কিউ রাজা নামের এক ব্যক্তি বকেয়া বিলের নগদ টাকা চেয়ে তাকে প্রাণে মেরেফেলার হুমকি দেয়। দ্রুত সে টাকা মিটিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যেতে বলেন রোগীকে। আতঙ্কে রোগী হেতাংশ ও তার স্ত্রী। এরপরেই স্থানীয় গোলাবাড়ি থানায় ওই ওপিডি আইপিডি প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। রোগীর পরিবার জানান ক্রমশ টাকা দিয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য তাদের ভয় দেখানো ও নানান হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যদি এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার কথা বলার চেষ্টা করলেও তারা ক্যামেরার সামনে কোন রকম কথা বলতে চাননি। যদিও সম্পূর্ণ বিষয়টি শোনার পর হাওড়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কিশলয় দত্ত জানিয়েছেন বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে অভিযোগ ভয়ংকর। উত্তর হাওড়ার বিধায়ক সম্পূর্ণ ঘটনার বিষয় জানান যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা এবং ওই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই ধরনের ঘটনা আগেও ঘটিয়েছে এমনটাই বলেন।

বেসরকারি হসপিটালে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে পাঠ্যরতা এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

বর্ধমান ঃ বর্ধমান ২ নম্বর ব্লকের বাম এলাকার এক নামি বেসরকারি হসপিটালে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে পাঠ্যরতা এক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী এলাকার বাসিন্দা ওই ছাত্রী।বছরখানেক আগে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি হয় ওই বেসরকারি হসপিটালে। ওই ছাত্রী ওই এলাকাতেই ভাড়া থাকতো। তারপরই হঠাৎ গতকাল সন্ধ্যেবেলায় ভাড়া বাড়িতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে ওই ছাত্রী। ছাত্রীর বাবা শুভেন্দু বেড়া ক্যামেরার সামনে অভিযোগ করে বলেন, ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ তার মেয়েকে নাকি কুনজরে দেখত ।যে বাড়িতে ভাড়া থাকতো সেই বাড়ির মালিক ফোন করে মেয়ের এই অবস্থার কথা জানান। তারপরই আমরা এখানে উপস্থিত হই। যদিও এই বিষয়ে বেসরকারি হাসপাতালে কর্তৃপক্ষ এখনো এই বিষয় নিয়ে মুখ খোলেনি । ছাত্রীর বাবার শুভেন্দু বেড়া জানান, দরজায় খিল না লাগানো অবস্থায় কি করে আত্মহত্যা করল মেয়ে । শক্তিগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে । আমরা চাই পুলিশ পূর্ণ তদন্ত করুক এই ঘটনার।

শুভেন্দু অধিকারী প্রথমে মন্দিরে প্রণাম করেন, তার পর শুরু হয় স্বচ্ছতা অভিযান

নন্দীগ্রাম ঃ নন্দীগ্রামে রেয়াপাড়া শিব মন্দিরে স্বচ্ছতা অভিযানে সামিল হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ও নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। মন্দিরে পুজো দিয়ে ওই চত্বর পরিষ্কার করেন শুভেন্দু। অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মন্দির স্বচ্ছতা অভিযান করছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশের সব মন্দিরে পরিষ্কার করছেন বিজেপি নেতারা। সেই কর্মসূচি মেনেই মন্দির চত্বর সাফ করেন শুভেন্দু। সকালেই নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের রেয়াপাড়া শিব মন্দিরে পৌঁছে যান এলাকার বিধায়ক ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমে মন্দিরে প্রণাম করেন, তার পর শুরু হয় স্বচ্ছতা অভিযান। চত্বরে যে ফুল পড়েছিল, সেগুলি পরিষ্কার করেন শুভেন্দু। পরে বলেন, 'আমরা যাঁরা সনাতন, যাঁরা ভারতবাসী, তাঁরা সকলে সাফাই করছি। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সব মন্দিরে সাফাই করুন। শুধু রামমন্দিরে সাফাই করলে হবেনা। দেশের সব মন্দির সাফাই করতে হবে ।

ঢাকা ঃ যেখায় ঝুঁকি এড়িয়ে যায় না থাকা

ঢাকা ঃ দেড় কোটিরও বেশি মানুষের শহর ঢাকায় কিছু মৃত্যু চরম এক সত্যের মুখোমুখি করে বারবার, অপঘাতে প্রাণ হারানোরা যেন বলে যান রাজধানী জুড়ে পাতা শত মৃত্যুফাঁদ। সাবধান!

ঢাকায় আমরা প্রায়ই আগুনে পুড়ে মারা যায় মানুষ। কখনো কখনো ভবনে ঘটে বিস্ফোরণ। গ্যাস লাইন, সুয়ারেজ লাইন, ওয়সার পানির লাইন সব লাইনই যেন বিস্ফোরণুখ।গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডারেও সব সময় ভরসা রাখা দায়। এসবের পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা, নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে ইট পড়া ইত্যাদি তো আছেই। আয়তন অনুপাতে বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহর ঢাকায় নির্মাণ শ্রমিকরা সব সময় কাজ করেন কার্যত প্রাণটা হাতে নিয়ে। উঁচু ভবন থেকে পা ফসকে পড়ে কত শ্রমিক মারা্ যান তার হিসেব কে রাখে!

দূষিত বায়ুর এ শহর একটু বৃষ্টিতেই জলবন্দি, সেই জল বিদ্যুতায়িত হলে হয়ে যায় মৃত্যুফাঁদ। কখনও গাছের মরা ডাল ভেঙে পড়ে পথচারীর মাথায়। একটু অসতর্কতায় ঢাকনা খোলা ম্যানহোলেও বিপর্যয় নামে কত জনের জীবনে। রেলক্রসিংয়ে ট্রেন ধাক্কা দিচ্ছে যানবাহনকে। ঘরে বাইরে কোথায় স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা পায় মানুষ?

খুলনার মেয়ে দীপু সানা বাংলাদেশ ব্যাংকের সদরঘাট শাখার সহকারি পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১০ জানুয়ারি বিকেলে কর্মস্থল থেকে অফিসের বাসে রওনা দিয়ে শান্তিনগরে নামেন। এরপর হেঁটে মগবাজারের গাবতলার বাসায় ফিরছিলেন। মৌচাক উড়ালসড়কের নীচ দিয়ে হেঁটে আসার সময় ফখরুদ্দিন রেস্টুরেন্টের পাশে উপর থেকে ইট পড়ে তার মাথার ওপর। ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। দীপুর মৃত্যুর ঘটনায় একটি হত্যা মামলা করেছেন তার স্বামী প্রকৌশলী তরুণ কুমার বিশ্বাস। আলাপকালে তিনি বলছিলেন, ইটটা কোথা থেকে এসেছে তা এখনো পুলিশ শনাক্ত করতে পারেনি। আমরা পুলিশের দিকে তাকিয়ে আছি সঠিক বিচারের আশায়। এখন পর্যন্ত পুলিশ কোনো তথ্যই দিতে পারেনি। এই বয়সে, এভাবে দীপুকে চলে যেতে হবে সেটা আমরা ভাবতেও পারি না। ছোট্ট ছেলেটাকে নিয়ে এখন খুলনায় আছি। রাতে ছেলেটা ঘুমাচ্ছে না। কাল রাতে একটুও ঘুমায়নি। সকাল ৮টায় ঘুমিয়েছে। কথা বলতে কলতে কন্ঠ ভারী হয়ে ওঠে, এক পর্যায়ে নিজেকে সামলাতে না পেরে কেঁদে ফেলেন দীপুর স্বামী তরুন।

ওপর থেকে ইট পড়ে মৃত্যু এই প্রথম নয়। ২০২২ সালের ৩০ মে মিরপুর সাড়ে ১১ নম্বরে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের সামনে মেট্রোরেল স্টেশনের উপর থেকে ইট পড়ে সোহেল তালুকদার নামের এক জুয়েলারি কর্মীর মৃত্যুর খবরও সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এমন মৃত্যু সম্পর্কে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. হাদিউজ্জামান বলেন, সরকারের বিভিন্ন জায়গায় অযোগ্য, অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজদের কারণে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ঢাকা শহরের ব্যবস্থাপনা বলতে গেলে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে। একটা শহরে কত ধরনের কর্তৃপক্ষ আছে। কেউ দায়িত্ব নিয়ে কাজটা করছে না। তিতাস, রাজউক, ওয়াসা, পুলিশ, বিআরটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর যাদের যা দায়িত্ব তারা তা পালন করছে না। সবাই ব্যস্ত নতুন নতুন প্রকল্প নিতে। কারণ সেখানে আছে টাকা। দরদ দিয়ে যে বিষয়গুলো দেখভালের কথা, সেটা কেউ করছে না। ফলে দিন দিন শহরটি বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

রাজধানীর উত্তরায় বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্পের গার্ডার চাপায় ৫ জনের মৃত্যু হয় ২০২২ সালের আগস্টে। বৌভাত খেয়ে প্রাইভেটকারে নবদম্পতিকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন স্বজনরা। উত্তরার জসীম উদ্দীন মোড় সংলগ্ন সড়কে বিআরটি প্রকল্পের গার্ডার পড়ে তাদের মৃত্যু হয়। প্রাইভেটকারে ৭ আরোহীর মধ্যে শুধু বেঁচে যান বর হৃদয় (২৬) ও নববধূ রিয়া মনি (২১)।

প্রাইভেটকারে ছিলেন হৃদয়ের বাবা রুবেল (৬০), হৃদয়ের শাশুড়ি ফাহিমা (৪০), রিয়া মনির খালা ঝরনা (২৮), ঝরনার দুই সন্তান জান্নাত (৬) ও জাকারিয়া (২)। ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় উত্তরা পশ্চিম থানায় একটা মামলা হয়।

মামলার বাদি নববধূ রিয়া মনির মামা মো. আফরান মণ্ডল বাবু বলেন, ঘটনার পরপর বিআরটি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের ব্যাপক তোড়জোর ছিল। তাৎক্ষনিকভাবে নিহত প্রত্যেককে ২০ লাখ করে টাকা দিয়েছে তারা। কয়েকদিনের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য তিন কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয় বিআরটি কর্মকর্তারা। কিন্তু দিন যত গেছে, তারা দূরে সরে গেছেন। সর্বশেষ আদালতের মাধ্যমে তারা থানা থেকে ক্রেনটি নিয়ে যাওয়ার পর আর কোনো যোগাযোগ করেনি। এখন আর ফোনও ধরে না। আমরা চেষ্টা করেও তাদের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি না। থানায় যে মামলাটি করেছি, সেটার তদন্ত চলছেই। কবে শেষ হবে আমরা জানি না। এই মামলার ফলাফলের আশা আমরা ছেড়েই দিয়েছি।

অথচ এই দুর্ঘটনার পর সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয় থেকে অতিরিক্ত সচিব নীলিমা আক্তারকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটি নির্ধারিত সময়ে রিপোর্টও দিয়েছে। সেখানে ক্রেনের চালক, প্রকল্পের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না গেজহুবা গ্রুপ কর্পোরেশন (সিজিজিসি) ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে দায়িত্বপ্রাপ্তদের ঘটনার জন্য দায়ী করা হয়। ওইটুকুতেই যেন দায়িত্ব শেষ করেছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।

গত বছর পুরান ঢাকার সিদ্দিকবাজারে মার্কেটে অবৈধ গ্যাস লাইন বিস্ফোরণে জীবন যায় ২৪ জনের। সায়েন্স ল্যাবরেটরি এলাকায় ভবনে বিস্ফোরণ হয়েছে সুয়ারেজ লাইনের গ্যাস থেকে। সেখানেও নিহত হন পাঁচ জন। মগবাজারে ভবন বিস্ফোরণে মারা যান কয়েকজন।

রাজধানীর সড়কগুলোতে দেখা যায় বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইনের খুঁটির সাথে নানা ধরনের তারের জঞ্জাল। প্রায়ই এইসব তারের জঞ্জাল থেকে আগুন ধরে যায়। আর সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনা তো ঘটছেই। বেসরকারি সংগঠন রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তথ্য মতে, গত বছর সারাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় যারা মারা গেছেন তাদের প্রায় ২৯ ভাগ মারা গেছেন শুধু ঢাকা শহরে।

ঢাকা শহরে এত বেশি দুর্ঘটনার কী কী কারণ থাকতে পারে জানতে চাইলে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক সাইদুর রহমান বলেন, এখানে যে শুধু গতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে এমন নয়। রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা। অল্প জায়গায় বেশি যানবাহন চলছে। আর অনেকেই আইনের তোয়াক্কা করছে না। ফলে দুর্ঘটনা ঘটছে। অনিয়ম আর দুর্নীতি এর জন্য প্রধানত দায়ী। কেউ দায়িত্ব নিয়ে শহরটাকে গোছানোর চেষ্টা করে না। সবাই চেষ্টা করে কিভাবে টাকা কামানো যায়। ফলে দিন দিন শহরটা বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে।

বায়ু দূষণে ঢাকা প্রায়ই পৃথিবীর শহরগুলোর মধ্যে শীর্ষে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, প্রতিবছর বায়ুদূষণের কারণে বাংলাদেশে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। আর এমন মৃত্যুর হার সবচেয়ে বেশি ঢাকায়। ঢাকার বায়ুদূষণের প্রধান কারণ হলো যানবাহনের ধোঁয়া এবং শুষ্ক মৌসুমে অবকাঠামো নির্মাণ এবং মেরামতের কারণে সৃষ্ট ধূলিকণা। ঢাকার বাতাসে এখন লেড ও মার্কারির মতো হেভি মেটালের উপস্থিতিও পাওয়া যাচ্ছে গবেষণায়।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে মিরপুরে ঢাকা কমার্স কলেজ সংলগ্ন ঝিলপাড় বস্তি এলাকার বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে জলেতে পড়ে। হেঁটে রাস্তা পার হওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৪ জন মারা যান। তাদের মধ্যে ১ জন শিশু, ১ জন নারী ও ২ জন পুরুষ।

সেই ঘটনায় মিরপুর থানায় দায়ের হওয়া মামলাটির তদন্ত করছেন এসআই লেসলন। তিনি বলেন, এই ঘটনার পর বেঁচে থাকা পরিবারের অন্য সদস্যরা ময়মনসিংহে তাদের গ্রামের বাড়ি চলে গেছে। আমি নিজেও তাদের খোঁজার চেষ্টা করছি। মামলার তদন্ত খুব বেশি এগোয়নি। কারণ, হাসপাতাল থেকে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এখনো আসেনি। এলে মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো। তাদেরও খুঁজে করার চেষ্টা করা হবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের এক জরিপে দেখা গেছে, ২০২৩ সালে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ৭০৯ জন। এর মধ্যে পরিবহণ সেক্টরে ২৪৬ জন, নির্মাণ শ্রমিক ১১৩ জন, কৃষি শ্রমিক ৯৭ জন, রিকশাশ্রমিক ৪৪ জন, দিনমজুর ২৯ জনসহ নানাভাবে এই মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু সারা দেশের কোথাও নিহতরা কোনো ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না। প্রতিষ্ঠানটির সম্পাদক শাকিল আক্তার চৌধুরী বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের আইন আছে, কিন্তু আইনের প্রয়োগ নেই। ফলে যে যার মতো অপরাধ করে পার পেয়ে যাচ্ছে। একটা নির্মাণাধীন ভবনে কী ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেটা কিন্তু আইনে বলা আছে, কিন্তু নেওয়া হচ্ছে না। ফলে যে যার মতো কাজ করছে। এখানে মূলত সমন্বিত একটা পরিকল্পনা দরকার। ঢাকা শহর দেখভালের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা টাস্কফোর্স থাকলে তারা এটা দেখতে পারতো। এখন সিটি কর্পোরেশন তাদের মতো করে কাজ করে, ওয়াসা তাদের মতো করে কাজ করে। এভাবে সবাই যে যার মতো কাজ করছে, কিন্তু মূল কাজটিই হচ্ছে না। এর ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষকে জীবন দিয়ে এর মূল্য দিতে হচ্ছে।

জার্মানিতে দক্ষ কর্মী আনছে গোজার্মান

বার্লিন ঃ জার্মানির মতো শিল্পোন্নত দেশগুলিতে দক্ষ কর্মীর অভাব বড় সমস্যা হয়ে উঠছে। চাহিদা মেটাতে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া থেকে তরুণ শিক্ষানবিশদের জার্মানিতে আনা হচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকেই জার্মানিতে থেকে যেতে আগ্রহী।

হাসান, মওলানা ও নাথান নামের জাকার্তা থেকে আসা ইন্দোনেশিয়ার তিন তরুণ জার্মানির গেরা শহরে জিএম নামের এক মেশিন প্রস্তুতকারী কোম্পানিতে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ শুরু করছেন। ফাইলিং এবং করাত চালানো দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হলো। এখনো তাঁরা সে বিষয়ে বেশি কিছু বলতে পারছেন না। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে জার্মানিতে এসেছেন।

জার্মানিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে আরো সুযোগের আশা করছেন তাঁরা।

ফ্রাংক গ্লিশভিৎস তাঁদের বস। গত বছর তিনি এক জনও জার্মান শিক্ষানবিশ খুঁজে পান নি। ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা তরুণদের প্রতি তাঁর বিশাল প্রত্যাশা রয়েছে। ফ্রাংক বলেন, ''সেখানে অবশ্যই অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে তারা এখানে আসতে চান। সেখান থেকে তাদের এখানে পাঠানো হয়। নির্দিষ্ট কারণে তারা এই পেশা গ্রহণ করতে চান। হয়তো আমাদেরও সাহায্য করবেন।''

ফাবিয়ান শার্ফ সরাসরি এই তিনজনকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রথমবার ইন্দোনেশিয়া থেকে শিক্ষানবিশ এসেছেন। এখনো পর্যন্ত তাদের কাজে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি বলেন,

''ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষানবিশরা এই সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তাদের সময়জ্ঞান খুবই ভালো। কর্তব্যের তুলনায় সুযোগ হিসেবেই দেখেন। জার্মান শিক্ষানবিশদের ক্ষেত্রে প্রায়ই যেমনটা মনে হয়।''

রন শেনকে এমন শিক্ষানবিশ সরবরাহ করেন। মিউনিখে আন্তর্জাতিক বেকিং বাণিজ্যমেলায় তিনি আবার নতুন গ্রাহক খুঁজে পেয়েছেন। স্লাইডার বেকারি কোম্পানির প্রধান ইয়োর্গ আপরাট মনে করেন, ''জার্মানির তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশের কাছে এই পেশা তেমন আকর্ষণীয় নয়। ফলে আমার মতে, দেশের সীমানার বাইরে নজর দিতে হবে। সত্যি বলতে কি আরো দূরে খোঁজ করতে হবে।''

অতীতে শেংকে ভিয়েতনামে জার্মান ভাষার শিক্ষক ছিলেন। জার্মানি সম্পর্কে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বিশাল আগ্রহের কারণে তিনি 'গো জার্মান' নামের সংস্থা খোলেন। এখনো পর্যন্ত তিনি এক হাজারেরও বেশি শিক্ষানবিসের হদিশ দিয়েছেন। প্রশিক্ষণের পর তাঁরা জার্মানিতেই থেকে যেতে যান। শেনকের মতে,

''জার্মানিতে বেতনের যে মাত্রা, পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করে ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম বা মালয়েশিয়ায় ফিরে অবশ্যই সেটা পাওয়া যায় না। সেখানে কাজ করে মাসে বড়জোর তিনশো বা চারশো ইউরো আয় করা সম্ভব।''

জার্মানির বেকারিগুলিতে দক্ষ কর্মীর অভাব প্রকট হয়ে উঠছে। গো জার্মানের এক জন গ্রাহক তাই চলতি বছরেও আবার ইন্দোনেশিয়া থেকে শিক্ষানবিশ নিয়োগ করতে চান। এক বেকারির মালিক হিসেবে ফ্রাংক ভিন্টারহাল্টার মনে করেন, ''এখনো পর্যন্ত ইতিবাচক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অবশ্যই আগ্রহ বেড়ে গেছে। সে এখানে আছে বলে আমার কিছুটা ঈর্ষাও হচ্ছে। কারণ তখন বাকিদেরও আগ্রহ হচ্ছে, তারাও ভালো কর্মী পাবার সুযোগ পাচ্ছে।''

লাইপসিশ শহরের এক সংস্থার কর্মকর্তাও ইন্দোনেশিয়া থেকে আসা শিক্ষানবিশদের নিয়ে সন্তুষ্ট। পাতাকান নামের এশিয়ান রেস্তোরাঁয় অতিথিদের সামনেই খাবার প্রস্তুত করা হয়। লালা, মিশেল ও নাথান টিমে নিজেদের ভালোভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। মাতাকান রেস্তোরাঁর ম্যানেজার আলেক্সান্ড্রা ভুলো বলেন,

''বলতেই হবে, প্রায় দেড় বছর পর আমাদের অভিজ্ঞতা শুধুই ইতিবাচক। কারণ তাঁদের কঠিন পরিশ্রমের মানসিকতা রয়েছে। অত্যন্ত ভদ্র ও সবসময় নির্ভরযোগ্যও বটে।''

এই তিন জন সিস্টেম ক্যাটারিং ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। রান্না, অতিথিদের সেবার সঙ্গে ব্যবসার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও শিক্ষা নিতে হয়। তাঁরা জার্মানিতেই থেকে যেতে চান।

হাসান, মওলানা ও নাথানের ছুটি হলো। তাঁরা একসঙ্গে একটি তিন কামরার ফ্ল্যাটে থাকেন। বাসার জন্য কিছুটা মন কেমন করে। বাবা মার সঙ্গে অনেক কথা বলেন। মওলানার মা ছেলের কাজে গর্ব বোধ করেন। তাঁর মতে, জার্মানিতে প্রশিক্ষণ ছেলের কর্মজীবনে অনেক সুযোগ এনে দেবে। তবে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মওলানা ও হাসানের এখনো কোনো ধারণা নেই। শুধু নাথান জার্মানিতে থেকে যেতে বদ্ধপরিকর। তিনি বিমান নির্মাণ নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের স্বপ্ন দেখেন।

চালের দাম নিয়ে যত 'চালাকি'

ঢাকাঃ খাদ্যমন্ত্রী চারদিনের মধ্যে চালের দাম কমানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন। পরের দিনই পাইকারি পর্যায়ে প্রতি কেজিতে ৬০ পয়সা কমার দাবি করেছেন বাংলাদেশ অটো মেজর হাসকিং মিল মালিক সমিতির এক নেতা। এই সামান্য মূল্যহ্রাসের সুবিধাও সাধারণ ক্রেতা একটুও পাবে কিনা সন্দেহ। তবে খুচরা বাজারে এর কোনো প্রভাব পড়েনি। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ অটো মেজর হাসকিং মিল মালিক সমিতির সহসভাপতি আব্দুল হান্নান বলেন , আমরা এরচেয়ে বেশি এখন কমাতে পারবো না। আমরা বেশি দামে ধান কিনে চাল করেছি। এটা বিক্রি করতে আরো ছয়সাত দিন সময় লাগবে। তারপর দেখা যাক আর কমানো যায় কিনা। এ বিষয়ে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তার তিনটি মোবাইল ফোনই বন্ধ পাওয়া গেছে।

''২০১৮ সালের নির্বাচনের পর বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার প্রথম খাদ্যমন্ত্রী হন। তার শপথ নেয়ার দিনই হঠাৎ করে চালের দাম বেড়ে যায় কেজিতে পাঁচছয় টাকা। তখন তিনি তার কাছের চাল ব্যবসায়ী ও মিলারদের ডেকে বললেন, চালের দাম কমাতে হবে। ব্যবসায়ীরা নানা অভিনয় করে পরে দুই টাকা কমানোর কথা বললো। দুই টাকা কেজিতে কমে গেল এমন দাবি করে বাংলাদেশ অটো রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের সভপতি খোরশেদ আলম খান বলেন, এর ভিতরেও রহস্য আছে। তিনি আবারো খাদ্যমন্ত্রী হলেন। আবারো চালের দাম বেড়ে গেল। তিনি চারদিনের মধ্যে চালের দাম কমানোর কথা বলে ব্যবসায়ীদের কি আরো চারদিন অতিরিক্ত মুনাফা করার সুযোগ করে দিলেন? চালের দাম তো আরো সাত দিন আগে বেড়েছে। তাহলে কি তার কথায় চালের দাম বাড়েকমে? তিনি দাবি করেন, উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলার কয়েকজন চাল ব্যবসায়ী ও মিল মালিক চালের বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। তাদের মধ্যে নওগাঁ ও দিনাজপুরের দুইজন ব্যবসায়ী মূল নিয়ন্ত্রক। তাদের 'সোজা' করলেই চালের বাজার ঠিক হয়ে যাবে। আসলে চালের দাম বাড়িয়ে ব্যবসায়ীদের কয়েকদিন অতিরিক্ত মুনাফা করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। এখন কমালেও কোনো ক্ষতি নেই। তাদের যা মুনাফা করার, তা তারা করে নিয়েছেন। বাংলাদেশ অটো রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের সভপতি মনে করেন, এই ভরা মৌসুমে চালের দাম বাড়ার কোনো কারণ ছিল না। আসলে কতিপয় ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো মুনাফা করার সুযোগ করে দেয়া হলো। তারা আরো চারদিন অতিরিক্তি মুনাফা করে চালের দাম আবার আগের জায়গায় নিয়ে যাবে। তিনি বলেন, দিনাজপুরে এক ব্যবসায়ী আছে তার ১০০ চালের গুদাম আছে। তার কাছে আপনি দুই বছর আগের ধানও পাবেন। ওই এলাকার যত ছোট মিল আছে সব তার ভাড়া নেয়া। নওগাঁয় এরকম আরো একজন ব্যবসায়ী আছে। তারাই মূলত বাজার নিয়ন্ত্রণ করেন। তাদের একজন নওগাঁ জেলা চাল কল মালিক সমিতির সভাপতি ও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম বলেন, মন্ত্রী মহোদয় যখন বলেছেন তখন চালের দাম কমে যাবে। বস্তা (৫০ কেজি) প্রতি ২৮০ টাকা দাম কমে যাবে। চিন্তার কোনো কারণ নেই। তার কথা, ধান কম ছিল তাই সিদ্ধ চালও কম হয়েছে। তাই একটু দাম বেড়েছে। এখন কমে যাবে। কমতে শুরু করেছে। কিন্তু ধানের সরবরাহ না থাকলে কমবে কীভাবে জানতে চাইলে তিনি কোনো কারণ না বলে শুধু বলেন, কমে যাবে, কমে যাবে। কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, নতুন খাদ্যমন্ত্রী শপথ নেয়ার দিনই চালের দাম বেড়ে গেছে।কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, নতুন খাদ্যমন্ত্রী শপথ নেয়ার দিনই চালের দাম বেড়ে গেছে। সেই দুই ব্যবসায়ীর আরেকজন দিনাজপুরের জহুরা অটো রাইস এজেন্সি, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় চাল ব্যবসায়ী। এর মালিক আব্দুল হান্নান বাংলাদেশ অটো মেজর হাসকিং মিল মালিক সমিতির সহসভাপতি। তিনি বুধবার খাদ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে ছিলেন। অনেকের মতে, তিনি বাংলাদেশের চাল ব্যবসার নিয়ন্ত্রক। তিনি বলেন, বৈঠকের পর আমাকে মন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব স্যার আলাদাভাবে ডেকেছিলেন। আমাকে চালের দাম কমানোর জন্য চাপ দেন। আমি বলেছি, চাপ দিয়ে কমালে উল্টা রিঅ্যাকশন হতে পারে। আমরা যা সাধ্যের মধ্যে, তাই কমিয়েছি। যেটার দাম বস্তা (৫০ কেজি) দুই হাজার ৩৩০ টাকা ছিল সেটা দুই হাজার ৩০০ করেছি। যেটা দুই হাজার ২৩০ টাকা ছিল সেটা দুই হাজার ২০০ টাকা করেছি। কেজিতে ৬০ পয়সা কমিয়েছি। তবে খুচরা ভোক্তা পর্যায়ে এর প্রভাব পড়তে সময় লাগবে। তার কথা, আপাতত এর বেশি কমানো সম্ভব নয়। কারণ, আমরা বেশি দামে ধান কিনেছি। সেটার চাল বিক্রি করতে আরো ছয়সাত দিন সময় লাগবে। তারপরে ধানের দাম কম হলে চালের দাম কমবে। ধানের ফলন ভালো হলেও অনেকে নির্বাচনের কারণে ধান বিক্রি করেনি। কী না কী হয় তাই ভেবে। তাই আমাদের বেশি দামে কিনতে হয়েছে। নির্বাচনের পর থেকেই চালের দাম বাড়তে থাকে। ঢাকার বাজারে এক সপ্তাহ আগে যে মোটা চালের কেজি ৫০-৫২ টাকা ছিল, তা এখন বিক্রি হচ্ছে ৫৪-৫৫ টাকায়। মাঝারি মানের চালের কেজি ৫৫ থেকে ৫৮ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬০ থেকে ৬২ টাকা। আর মিনিকেট ও নাজিরশাইলের মতো সরু চাল ৬২ থেকে ৭৫ টাকা থেকে বেড়ে ৬৮ থেকে ৮০ টাকা হয়েছে। কিছু বিশেষ ধরনের সরু চাল অবশ্য বিক্রি হচ্ছে আরো বেশি দামে। গড়ে কেজিতে চালের দাম বেড়েছে ছয় টাকা।

কারওয়ান বাজারের বরিশাল রাইছ এজেন্সির আল হাসিব বলেন, চালের দামের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। মিলাররা দাম বাড়ালে দাম বাড়ে। তারা দাম কমালে দাম কমে। খাদ্যমন্ত্রী চালের দাম চারদিনের মধ্যে কমানোর কথা বলেছেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কমেনি। আমরা মিলারদের কাছ থেকে নতুন চাল আর কিনছি না। পুরোনো চালই বিক্রি করছি। তারা যখন কম দামে চাল দিতে শুরু করবেন, তখন কিনবো। মনে হয় দুইএকদিনের মধ্যে কমবে। তার কথা, মিলাররা চাইলে দাম কমাতে পারে। আমাদের জানা মতে, চালের কোনো ঘাটতি নেই। এখন চালের ভরা মৌসুম। মেসার্স হাজী ইসমাইল এন্ড সন্সের মো. জসিম উদ্দিনও একই কথা বলেন। তার কথা, কেজিতে ৬০ পয়সা কমানোর কথা বলা হলেও আমরা মিলারদের কাছ থেকে কম দামে এখনো পাচ্ছি না। তাই চালও কিনছি না। আর মাত্র ৬০ পয়সা কমালে খুচরা পর্যায়ে এর তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না। কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাক)-এর সহসভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, এটা পুরোনো পদ্ধতি। কেজিতে ছয় টাকা বাড়িয়ে এখন তারা মাত্র ৬০ পয়সা কমাচ্ছে। তারা এভাবেই মুনাফা লুটপাট করে। এই খাদ্যমন্ত্রী এর আগেও পাঁচ বছর খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন। তখনো তিনি কিছু করতে পারেননি। এখনো পারবেন না। কারণ, তিনি নিজেও চাল ব্যবসায়ী ছিলেন। চাল ব্যবসায়ীদের পুরোনো কলিগ তিনি। ব্যবসায়ীরা জানে, মন্ত্রী তাদের পক্ষেই কাজ করবেন। এই দুই সপ্তাগে ব্যবসায়ীরা কয়েশ' কোটি টাকা বাড়তি মুনাফা করে নেবে। তাদের সেই সুযোগ করে দেয়া হলো, বলেন তিনি। দেশে এই মুহূর্তে চালের মোট মজুত কত সে ব্যাপারে সঠিক তথ্য না থাকলেও খাদ্য মন্ত্রণালয় বলছে, চালের পর্যাপ্ত মজুত আছে। আর সরকারের কাছে মজুত আছে ১৪ লাখ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন। বাংলাদেশ ব্যাংক বুধবার যে ছয় মাসের মুদ্রানীতি ঘোষণা করেছে তার মূল উদ্দেশ্য হলো মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনা। তারা মূল্যস্ফীতি সাত ভাগে নামিয়ে আনতে চায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) মূল্যস্ফীতির সর্বশেষ যে হিসাব দিয়েছে, তাতে দেখা যায় গত ডিসেম্বরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি কমে ৯.৪১ শতাংশ হয়েছে । এটা গত সাত মাসে সর্বনিম্ন। এই সময়ে খাদ্য পণ্যেও মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে, তবে অন্যান্য পণ্যে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে।

সম্পাদকীয়

প্রসঙ্গ 'কারার ঐ লৌহ কপাট'

বাঙালির সংস্কৃতির আকাশ জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। আমাদের মনোভুবনে স্থায়ী হয়ে আছে এঁদের সৃজনকলা। রবীন্দ্রনজরুলের সৃজনকর্ম শুধু চর্চা নয়, অবিকৃত রাখার নৈতিক দায়ও আমাদের।

এজন্য অস্কারজয়ী ভারতীয় সংগীত পরিচালক এ আর রহমান (আল্লাহ্ রাখা রহমান) সম্প্রতি হিন্দি 'পিপ্পা'সিনেমার জন্য নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট'গানটি নতুন করে সুরারোপ করে বির্তকের জন্ম দিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে বইছে নানান জনের আবেগের ঢেউ। কেউ এ আর রহমানকে তুলোধুনো করছেন, কেউ বা বলছেন একটা গানই তো, নতুন সুরে এনেছে শুনলে শুনবেন, নচেৎ নয়। এতে এত উত্তেজনা কেন? বিষয়টা আবেগ পরিহার করে যৌক্তিকতা, রীতি, বিধি, পরম্পরা মেনে দেখলে কেমন দাঁড়ায়? এসব ছাপিয়ে কপিরাইট আইন এ বিষয়ে কী বিধান দেয় তাও পরখ করা জরুরি। ১৯২১ সালে নজরুল সবে ফিরেছেন সৈনিক ব্যারাক থেকে। তাঁর চিন্তা থেকে কর্ম সবই বারুদ মাখা। ভারতের স্বাধীনতার পথিক হিসেবে নজরুল 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করে তোলপাড় সৃষ্টি করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশসহ স্বাধিকার সংগ্রামীরা কারারুদ্ধ হচ্ছেন। যদিও মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নজরুলের মত ছিল না, কিন্তু দেশবন্ধুর প্রতি নজরুলের ভালোবাসা ছিল। এজন্যই দেশবন্ধুর স্ত্রী বাসন্তী দেবীর অনুরোধে দেশবন্ধু সম্পাদিত 'বাঙ্গালার কথা' পত্রিকার জন্য এই বারুদমাখা কবিতাটি লেখা। নজরুলের বন্ধু মুজাফ্ফর আহমদ স্মৃতিকথায় লিখেছেন, নজরুল বসে খানিক সময়ের মধ্যে 'কারার ঐ লৌহ কপাট' রচনা করেন। কবিতাটি পরবর্তীতে ভাঙার গান (১৯২৪) কাব্যগ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত হয়। কবিতা হিসেবে রচিত ও 'বাঙ্গালার কথা' পত্রিকায় ছাপা হলেও শোনা যায় হুগলি জেলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশসহ রাজবন্দীরা কোরাস করে 'কারার ঐ লৌহ কপাট' গেয়ে উঠতেন। গান হিসেবে 'কারার ঐ লৌহ কপাট'ভারতের স্বাধিকার সংগ্রামের সঞ্জীবনী জুগিয়েছে মানুষের রক্ত বারুদে। এজন্য ভাঙার গান কাব্যগ্রন্থ ব্রিটিশ শাসক বাজেয়াপ্ত করেছিলো। নজরুল তার সব গান সুর করেননি। তবে অধিকাংশ গান নিজেই সুরে করেছেন।'কারার ঐ লৌহ কপাট'নজরুলের নিজের সুরের দাবি থাকলেও রেকর্ড হিসেবে ১৯৪৯ সালে কলম্বিয়া রেকর্ড কোং (আই ডি জিই ৭৫০৬)'এ শিল্পী হিসেবে গিরীন চক্রবর্ত্তীর নাম আছে। সুর যদি নজরুলের না হয়েও গিরীন চক্রবর্ত্তীর হয় সেক্ষেত্রেও ওই সুরটি নজরুল মেনে নিয়েছিলেন এবং আদি সুরটিই ভারতের আন্দোলন সংগ্রামের জনসংস্কৃতিতে পরিণত হয়। গিরীন চক্রবর্ত্তীর ছিলেন নজরুলের স্বীকৃত একনিষ্ঠ সহকরি। কাজেই সুর ও বাণী একীভূত হয়েছে। এমনকি কলম্বিয়া রেকর্ড কোং ও পরবর্তীকালে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' সিনেমায় ব্যবহৃত 'কারার ঐ লৌহ কপাট'গানটির সুরও প্রায় অভিন্ন ও শিল্পীও এক। 'কারার ঐ লৌহ কপাট'গানটি স্থানকালভেদে মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামী চেতনার বাতিঘর হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গে ১৯৭০ সালে জহির রায়হানের পরিচালনায় মুক্তি পায় 'জীবন থেকে নেয়া'সিনেমা। এই সিনেমায় আলতাফ মাহমুদের সুরে খান আতাউর রহমানের সংগীতায়োজনে যখন সেলুলয়েডের ফিতায় দর্শক দেখেছেন 'কারার ঐ লৌহ কপাট'গানটি, তখন ঝংকার তুলেছে মানুষের মনে দ্রোহের আগুন জ্বেলে। এখানেও গানটির আদিসুর ও মেজাজ নষ্ট করা হয়নি। সংগীত বাণী প্রধান নাকি সুর প্রধান এ নিয়ে তর্ক থাকলেও সবাই একমত বাণী ও সুরের যোজনা সংগীতকে মোহনীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। সম্প্রতি এ আর রহমান 'কারার ঐ লৌহ কাপাটের'নব সুর যোজনা করে এই গানের মেজাজ ও আবেদন ছুঁতে পারেননি তাতেই বিপত্তি হয়েছে। সবচেয়ে বড়কথা সৃজনকর্মের স্রষ্টা হিসেবে যেহেতু নজরুলের মৃত্যুর এখনও ৬০ বছর পেরোয়নি তাই নজরুলপরিবার সমস্ত মেধাস্বত্বের আর্থিক ও নৈতিক অধিকার দাবিদার।

জানা অজানা

বিশ্বের প্রাচীন সংগীত নিয়ে সৌধের প্রযোজনা

সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সৌধ'র প্রযোজনায় ইংল্যান্ডের রয়াল আলবার্ট হলে ১৫ জানুয়ারি মঞ্চস্থ হল 'শৃঙ্গার ও পার্থিব প্রণয়ের গান ঠুমরি থেকে ট্রুবাডোর' শীর্ষক সংগীতের এক নতুন পরিবেশনা। এতে বাংলা টপ্পা, কীর্তন, দক্ষিণভারতীয় শাস্ত্রীয় উপশাস্ত্রীয় সংগীতের পাশাপাশি থাকবে প্রাচীন গ্রিক, চীনা, আরব্য, ইতালিয়ান বেলকান্ট ও আদিইউরোপীয় ধ্রুপদী সংগীত ট্রুবাডোরের সম্মোহনী উপস্থাপনা। অনুষ্ঠানে যোগ দেন পৃথিবীর নানা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীরা। এই উদ্যোগের পরিচালক আহমেদ কায়সার জানান, 'বিশেষত দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন সংগীত, কবিতা ও চিত্রকর্ম দিয়ে আধুনিক জীবনের নতুন অর্থ ও ব্যাখ্যা আবিষ্কার করার এক দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা হলো এই আয়োজনের প্রধান লক্ষ্যবিন্দু।'

কায়সার আরো বলেন, 'এই নিরীক্ষাধর্মী পরিবেশনা বাঙালি এবং দক্ষিণ এশীয় সংগীত স্রষ্টাদের কাছেও নতুন নতুন সুর ও বিশ্বের লুপ্তপ্রায় বিচিত্র সব প্রাচীন সংগীতের এক নতুন জানালা উন্মোচন করল।' এই আয়োজনে সংগীত পরিবেশন করলেন, ইতালিয়ান বেলকান্ট সংগীতের শেষ ও শীর্ষতম প্রতিনিধি জিয়াজান, খ্রিষ্টপূর্ব দুইহাজার বছরেরও প্রাচীন চীনা বাদ্যযন্ত্র গুজেঙ বাদক ইজিয়া তু, গ্রীকলেবানিজ কণ্ঠশিল্পী লারা ইদি, নিয়াপলিটান ট্রুবাডোর শিল্পী রসেলা বন্ডী, ভারত থেকে আসা হিন্দুস্থানি ধ্রুপদী শিল্পী ও ওস্তাদ রাশিদ খানের সংগীতশিষ্যা কোয়েল ভট্টাচার্য ও কুন্তল দাস, ব্রিটিশবাংলাদেশি সংগীতশিল্পী গৌরি চৌধুরী, ফারজানা সিফাত ও অমিত দে। কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি ও কথাশিল্পী শ্রী গাঙ্গুলী এবং আবৃত্তিকার তানজিনা নূরই সিদ্দীক। সৌধ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সাউথ ব্যাংক সেন্টার, রয়াল আলবার্ট হল, হাউজ অব কমন্স, হারোগেট থিয়েটার, এডিনবারা ফ্যাস্টিভাল, ওয়েলশ পার্লামেন্ট, স্কটিশ পার্লামেন্ট, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, বার্মিংহাম সিম্ফোনি হলসহ ইংল্যান্ডের প্রধান প্রধান আর্ট ও অ্যাকাডেমিক ভেনুতে দক্ষিণ এশীয় মার্গীয় শিল্প ও বিশ্বের অন্যান্য ধ্রুপদী শিল্পের সম্মোহনী, সমবায়ী ও বিনির্মাণবাদী প্রযোজনা করে মানুষের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

'ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই অঞ্চল স্থিতিশীল হবে না'

রূপা দে
প্রাবন্ধিক

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই অঞ্চলে স্থিতিশীল আসবে না বলে মন্তব্য করেছেন ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র নাবিল আবু রুদেইনেহ। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করার পরই বৃহস্পতিবার) তার এমন মন্তব্য এসেছে। তুরস্কের বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি এই খবর জানিয়েছে। ফিলিস্তিনির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াফা জানিয়েছে, নাবিল আবু রুদেইনহে বৃহস্পতিবার বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য পূর্ব জেরুজালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

নাবিল আবু রুদেইনেহ'র মন্তব্যের আগে একইদিন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছিলেন, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন শেষ হওয়ার পর সেখানে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে কোনও পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন তিনি।

নেতানিয়াহুর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আবু রুদেইনেহ বলেছেন, 'ফিলিস্তিনি জনগণ ও তাদের বৈধ অধিকারের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর আগ্রাসী নীতি পুরো অঞ্চলটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের

দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দিয়েছে।'

এসময় তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন,'এই অঞ্চল এবং বিশ্বে স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধার করার ইচ্ছা পোষণ করে থাকলে আন্তর্জাতিক শক্তিকে ১৯৬৭ সালের ৪ জুনে সীমান্তে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং পূর্ব জেরুজালেমকে স্বীকৃতি দিতে হবে এর রাজধানী হিসেবে।'

আবু রুদেইনেহ বলেছেন, নেতানিয়াহুর একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করার বিবৃতি এটি 'নিশ্চিত করে, এই সরকার সমগ্র অঞ্চলকে অতল গহ্বরে ঠেলে দিতে বদ্ধপরিকর।'

তিনি আরও বলেন, 'ফিলিস্তিনি জনগণ এবং তাদের লড়াইয়ের ন্যায্য কারণই জয়ী হবে এবং কেউ তাদের অতিক্রমম করতে পারবে না।'

৭ অক্টোবর হামাসের আন্তঃসীমান্ত আক্রমণের পর থেকে গাজা উপত্যকায় নিরলস বিমান ও স্থল হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। হামাসের ওই হামলায় এক হাজার ২০০ ইসরায়েলি নিহত হওয়ার দাবি করেছে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, ইসরায়েলের পাল্টা হমালায় গাজায় এখন পর্যন্ত অন্তত ২৪ হাজার ৬২০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। নিহতদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। এ হামলায় আহত হয়েছে আরও ৬১ হাজার ৮৩০ জন।

জাতিসংঘের মতে, ইসরায়েলি আক্রমণের ফলে খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র ঘাটতির মধ্যেই অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হয়েছে গাজার মোট জনসংখ্যার ৮৫ শতাংশ। ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে অঞ্চলটির ৬০ শতাংশ অবকাঠামো।

মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম

সুনীল কুমার দে

ভগবান রাম আমাদের দেশের কোটি কোটি হিন্দু নর নারীর ইষ্ট দেবতা।ভারতের একজন আদর্শ পুরুষ।রাম আমাদের দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আজ ও প্রবাহমান।রাম কে শুধু হিন্দুরাই মানে তা নয় বিভিন্ন ধর্মের মানুষ ও তাঁকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে।ইন্দোনেশিয়া তে রামায়ণ কে তো স্কুল পাঠ্যে অনিবার্য করে দিয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রদীপের নিচেই অন্ধকার।আমাদের দেশের কিছু তথাকথিত সেক্যুলার বাদীরা রামের অস্তিত্ব কে পর্যন্ত অস্বীকার করেন,রাম মন্দির নির্মাণের বিরোধিতা করেন। রামচন্দ্রের নামে যা তা কথা বলেন।ইনারা সবাই রাক্ষসের মধ্যে পড়ে।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যদি সত্য হন,তাহলে রাম ও কৃষ্ণ ও সত্য।কারন সত্যবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ কে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়ে গেছেন, যে রাম সেই কৃষ্ণ,সেই ইদানীং এই শরীরে রামকৃষ্ণ।রামচন্দ্র কে আমাদের হিন্দু ধর্মে তাঁকে বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হিসাবে মানা হয়।রামচন্দ্রের মধ্যে ঈশ্বর ভাবের চেয়ে মানব ভাবের প্রকাশ বেশি।তাই তিনি অলৌকিক ক্রিয়া কলাপ খুব কম দেখিয়েছেন।তিনি একজন আদর্শ পুত্র,আদর্শ দাদা,আদর্শ পতি, আদর্শ বন্ধু,ও আদর্শ রাজা হিসাবে জগতে উদাহরণ প্রস্তুত করে গেছেন যাঁকে আমরা সাধারণ মানুষ অনুসরণ করতে পারি।অনেকেই বলেন রাম নির্দোষ বালিকে বধ করে,সীতার অগ্নি পরীক্ষা করে ও তাকে বনবাস দিয়ে ভালো কাজ করেন নি।আজকাল এমনও কিছু দিগদ্গাজ পন্ডিতেরা বলেন, রাম তো কোনো ভগবান ই নন,যিনি তাঁর পত্নীকে রাবনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি।ভগবানের লীলা বোঝা সবার পক্ষ্যে সম্ভব নয়।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন, এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে।অর্থাৎ আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে অনন্ত ঈশ্বরের ধারণা করতে পারি না।

রামচন্দ্র মানব রূপে এসেছিলেন তাই সাধারণ মানব হয়ে আদর্শ মানবের লীলা করেছেন।রাজা দশরথের কাছে রানী কৈকেয়ী দুটো বর চাইলেন,এক বরে রামের চৌদ্দ বছর বনবাস ও দ্বিতীয় বরে তারপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক।রামচন্দ্র কোনো বিরোধ না করে বনে যেতে রাজি হয়ে গেলেন পিতৃ সত্য পালন করার জন্য।এখানে তিনি এই প্রস্তাব নাও মানতে পারতেন কারন প্রতিশ্রুতি তার বাবা দশরথ দিয়েছিলেন তিনি নন।এখানে তিনি একজন আদর্শ পুত্রের নজির দেখালেন।পতিব্রতা নারী সীতাদেবী ও আদর্শ ভাই লক্ষন রাজ সুখ পরিত্যাগ করে রামচন্দ্রের সাথে তাঁর সেবা করার জন্য বনে গেলেন।এটাই আমাদের ভারতীয় সমাজের মহানতা ও আদর্শ। রামচন্দ্র যখন বনে গেলেন তখন আসল সীতাকে অগ্নিদেবের কাছে রেখে দিয়ে ছায়া সীতাকে নিয়ে লীলা করলেন।তিনি আগে থেকেই জানতেন কি ঘটনা ঘটবে।একদিন রাবনের বোন সূর্পনখা সেই বনে এসে রামের রূপে মুগধ হয়ে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় রামচন্দ্র বিবাহিত পুরুষ,সাথে স্ত্রী ও রয়েছে তাই তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেন না।তিনি তাই লক্ষণের কাছে পাঠালেন কিন্তু লক্ষণ ও বিবাহ করার অসম্মতি জানালেন।তখন সূর্পনখা সীতা দেবী কে বধ করার জন্য উদ্যত হলো ।তখন লক্ষণ তার নাক কেটে দিলেন।এখানে রামচন্দ্র একজন আদর্শ পতির পরিচয় দিলেন যে একজন পত্নী থাকতে অন্য কোনো নারীকে গ্রহণ করা উচিত নয়।সূর্পনখা র কথায় রাবন সন্ন্যাসীর বেশে সীতা দেবী কে হরণ করে লঙ্কায় নিয়ে গেল।লক্ষী স্বরূপিনি সীতা দেবী রাবন কে ভিক্ষা দেওয়ার জন্য লক্ষণ রেখা পার করে ভিক্ষা নাও দিতে পারতেন কিন্তু তিনি এখানে অতিথি নারায়ণ বলে সংসার ধর্ম পালন করলেন।তিনি চাইলে রাবন কে বধ করতে পারতেন কিন্তু রাক্ষস কুলকে উদ্ধার করার জন্য সীতাদেবী রাবনের লঙ্কায় গেলেন।কারন এজন্যই তাঁদের পৃথিবীতে আসা।রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য সুগ্রীবের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করলেন, দুষ্ট বালী কে বধ করে বন্ধু ধর্ম পালন করলেন।এখানে তিনি একজন আদর্শ বন্ধুর নিদর্শন প্রস্তুত করলেন কলংকের বোঝা মাথায় নিয়ে।অবশ্য বালী অবশেষে প্রভু রামচন্দ্রের কাছে নিজের ভুল ও অপরাধের কথা স্বীকার করলেন।রাবন বিভীষণ কে ভালো কথা বলার জন্য তাকে তাড়িয়ে দিলো।বিভীষণ রামের শরনে এলেন।রামচন্দ্র তাঁকে বন্ধুর মর্য্যাদা দিলেন। আমরা কিন্তু বিভীষণ কে ঘরভেদী বিভীষণ বলে জানি কিন্তু আসলে তিনি ভক্ত বিভীষণ তাই তিনি ভগবান কে বন্ধু ও সখা রূপে পেয়েছিলেন।এখানেও সেই আদর্শ বন্ধুর নিদর্শন দেখালেন প্রভু রামচন্দ্র।রাবন বধ হয়ে গেলে সীতাদেবী কে গ্রহণ করার কথা উঠলে রামচন্দ্র আগুন জ্বেলে সেই আগুন পার করে তাঁর কাছে আসার আমন্ত্রণ জানালেন।এতে লক্ষণ সহ সবাই বিরোধ করলেন।প্রভু রামচন্দ্র সব কথা খুলে বললেন।ছায়া সীতা আগুনে দগদ্ধ হলো।আসল সীতা কে অগ্নিদেব রামচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন। সীতা উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরলেন রামচন্দ্র।রাম রাজা হলেন।সীতা দেবী রানী হলেন। এরই মধ্যে সীতা দেবী অন্তরসত্তা হলেন।প্রজাদের মধ্যে চারিদিকে গুঞ্জন উঠলো সীতার চরিত্র নিয়ে।পতি রাম দুঃখিত হলেন কিন্তু রাজা রাম বিচলিত হলেন।অবশেষে রাজা রাম সীতা দেবী কে বনবাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।লক্ষণ কে পাঠালেন বাল্মীকি র তপবনে রেখে আসতে। লক্ষণ এর অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বড় দাদার কথা অমান্য করতে পারলেন না।অবশেষে সীতা মাকে বাল্মীকি র তপবনে ছেড়ে দিয়ে এলেন।লক্ষণ দেখালেন ভ্রাতৃ প্রেম।এদিকে রামচন্দ্র দ্বিতীয় বিবাহ করলেন না বরং সীতার মতো বনবাসী জীবন পালন করতে লাগলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় পত্নীর প্রয়োজন হয়।কি হবে,হয় সীতা দেবী কে ফিরিয়ে আনতে হবে নচেৎ রামচন্দ্র কে দ্বিতীয় বিবাহ করতে হবে।কিন্তু প্রজারা চায় না যে সীতাদেবী পুনরায় অযোধ্যায় ফিরে আসুক তাই সবাই তাঁকে দ্বিতীয় বিবাহ করার অনুরোধ জানালেন।কিন্তু রামচন্দ্র বললেন, রামের মনে সীতা ছাড়া অন্য নারীর কোনো স্থান নেই তাই দ্বিতীয় বিবাহ সম্ভব নয়।তখন সবাই মিলে সোনার সীতা মূর্তি বানিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ন করলেন। এই হলো আদর্শ পতি।যথা সময়ে রাম পুত্র লবকুশের জন্ম হলো।বাল্মীকি মুনি সীতাদেবী কে ও লবকুশ কে প্রভু রামচন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অযোধ্যায় এলেন। প্রজারা অনুরোধ জানালো সীতা দেবীকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হবে।পতি রাম রাজা রামের কাছে হেরে গেলেন।কিন্তু সীতাদেবী অগ্নি পরীক্ষা না দিয়ে মা ধরিত্রীর কোলে বসে পাতাল প্রবেশ করলেন।রামচন্দ্র তো জানতেন সীতা শুদ্ধ ও পবিত্র কিন্তু তবু অগ্নি পরীক্ষার বিরোধ করলেন না কেন। এখানে কি পতি রামচন্দ্র পত্নী সীতার সাথে অবিচার করলেন।নারীবাদীরা হয়তো বলবেন হ্যাঁ রামচন্দ্র এখানে সীতাদেবী র উপর অবিচার করলেন কিন্তু রাজা রাম কিন্তু এখানে রাজধর্ম পালন করলেন।তাছাড়া যে কাজের জন্য তাদের মানুষ হয়ে আসা সে কাজ তাঁদের শেষ হয়ে গেছিলো তাই তাঁরা ফিরে গেলেন নিত্যধামে এক অভিনয় করে।জয় শ্রীরাম।

সাময়িকী

ভৌতিক সিনেমার মনস্তত্ত্ব ও বিবিধ প্রসঙ্গ

শাখাওয়াৎ নয়ন
প্রাবন্ধিক

আমরা ভৌতিক সিনেমা কেন দেখি? কিংবা ভূতের গল্প কেন শুনি? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে, সরাসরি উত্তর দেয়া কঠিন। আচ্ছা! ভূত জিনিসটা কী? অস্তিত্ব নেই কিন্তু প্রাণ আছে, এমন প্রাণীকে ভূত বলে। এটা কী ধরনের সংজ্ঞা? অস্তিত্ব না থাকলে প্রাণ থাকে কীভাবে? কেউ কেউ বলবেন, 'ভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না, তারপরেও আছে'। কারণ 'ভূত আছে' একথা পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে। কিন্তু ভূত কোথায় থাকে? কেউ বলেন, জঙ্গলে, পরিত্যক্ত প্রাসাদে, বড় কোনো গাছে থাকে। 'থিংস ফলস এপার্ট' সেই বন একদিন উজার হয়ে যায়, সব প্রাসাদই ভেঙে পড়ে, বিরাট বৃক্ষ একদিন কেউ কেটে ফেলে। তখন ভূতেরা কোথায় যায়? কোন ভূত কোথায় যায়, তা বলা কঠিন। তবে অনেকেই বলেন ভূতেরা শহর পছন্দ করে না গ্রাম, অরণ্য তাদের প্রথম পছন্দ। আর সুশিক্ষিত মানুষেরা বলেন, অধিকাংশ ভূত বাস করে মানুষের মনে, বেঁচে থাকে রূপকথায়। সবাই কি ভূতের গল্প পছন্দ করে? না, তা করে না। যারা পছন্দ করে, কেন করে? ভূতের গল্পের চরিত্ররা তো আমাদের মনে বিভিন্ন রকম ভীতি এবং উদ্বেগ তৈরি করে। ভয় এবং উদ্বেগের মাত্রা এবং পরিমাণ যত বেশি হয় ভূতের গল্প তত বেশি হিট। অনেক দর্শককে বলতে শুনেছি, 'সিনেমাটি অতটা ইন্টারেস্টিং না, কারণ খুব একটা ভয় লাগেনি'। এর মানে কি এই দর্শকরা আরো ভয় পেতে চেয়েছিলেন? কিন্তু ভয়ের পরিমাণ এবং মাত্রা কম হওয়ায় তারা সন্তুষ্ট নন। ভয়ের মাত্রা আবার বয়স, লিঙ্গ, সময়, স্থান ভেদে ভিন্ন হয়। একজন শিশুকিশোর যা দেখে ভয় পায়, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ তা দেখে ভয় পায় না। একজন নারী যা দেখে সাধারণত ভয় পায়, একজন পুরুষ তা দেখে ভয় না। ভূতের গল্পেরসিনেমার লগ্ন আছে। গভীর রাতে ভূতের সিনেমার দাপট বেশি। কারণ রাত এবং অন্ধকারের সাথে ভূতের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। রাতের বেলা দড়িকেও সাপ মনে হয়। তাই ভূতের সিনেমা রাতে দেখাই উত্তম। তবে সাধারণত কোনো ভীত মানুষ ভূতের ছবি দেখতে চান না বরং শান্তিপূর্ণ সমাজের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষেরা ভূতের ছবি বেশি দেখে। আধুনিক সিনেমার অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তারপরেও সিনেমা থেকে আমরা সরাসরি গন্ধ, ওজন, শারীরিক ব্যথা ধরনের অনুভূতি লাভ করতে পারি না। শুধু দেখা এবং শব্দ শোনা এই দুটি অনুভূতি সরাসরি পাই। থ্রি ডি মুভিতে কিছু নড়াচড়া করানো হয়, তাতে এক ধরনের অনুভূতি পাই বটে। তবে তা আবার অধিক এক্সপোজারে মাত্রা হারায়। স্থির চিত্র এবং ভিডিও চিত্র দেখে আমরা অনেক কিছু কল্পনা করতে পারি। কিন্তু তারপরেও আমাদের আবেগ এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে আরো বেশি অ্যাঙ্গেজড এবং ইনভল্ভ করার জন্য পটভূমি প্রয়োজন। সেই পটভূমি তৈরিতে শব্দ, আলো এবং রং শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। কারণ শব্দের মাধ্যমে আমাদের কল্পনা শক্তি আরো প্রবল হয়। হাসির শব্দ, গানের শব্দ, চিৎকার কিংবা শীৎকারের শব্দে আমাদেরকে আরো বেশি আন্দোলিত করে। সাদাকালো ছবিতে রং লেগে রঙিন হয়ে গেল, সেই ছবির সাথে ডলবি ডিজিটাল শব্দ এবং আলোক প্রক্ষেপণে হয়ে গেল বাস্তবের চেয়ে বাস্তব। ভূতের সিনেমার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে শব্দ, আলো এবং রং। এগুলো ছাড়া আর যা কিছু বানানো সম্ভব, ভূতের সিনেমা কিংবা অ্যাকশন সিনেমা বানানো যাবে না। কিন্তু আমরা কেন সময়, শ্রম এবং টাকা খরচ করে ভয় পেতে চাই? কিংবা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় পড়তে চাই? কারণ আমরা অস্বস্তিকর নেতিবাচক আবেগ উৎকণ্ঠা উপভোগ করি। সেটা আবার কী রকম? অ্যাকশন সিনেমার কথাই ধরুন, মারামারি কাটাকাটি ধরনের সিনেমায় কী ভয়াবহ রক্তপাত দেখানো হয়! মানুষ মানুষকে খুন, জখম কিংবা ধর্ষণ করে। কোটি কোটি মানুষ সেই সিনেমা দেখে। কেন দেখে? কারণ এখানেও আমরা অস্বস্তিকর নেতিবাচক আবেগ উৎকণ্ঠাই উপভোগ করি। অথবা যারা এসব অপরাধ করে তাদের পরাজয় দেখতে চাই। বেশিরভাগ অ্যাকশন সিনেমায় নায়কের জয় হয়। কিন্তু আজকাল কিছু কিছু অ্যাকশন ছবিতে নায়ক এবং ভিলেইন কারোই জয় পরাজয় হয় না। তাহলে আমার প্রথম যুক্তিটিই সঠিক আমরা মারামারি কাটাকাটি, খুনাখুনি, রক্তপাত দেখতে পছন্দ করি। রোমান্টিক সিনেমায় নায়কনায়িকারা প্রকাশ্যে একদল বন্ধুবান্ধব নিয়ে গান গায় এবং নাচে। বাস্তবে কোথাও কাউকে এভাবে নাচতে কিংবা গাইতে দেখেছেন? না, দেখা যায় না। তাহলে সিনেমায় এসব দেখানো হয় কেন? মানুষ নিজে যা করতে পারে না, কিন্তু তার মনে আকাঙ্ক্ষা আছে। এমন কিছু দেখতে পছন্দ করে। পর্নোগ্রাফির মনস্তত্ত্বও তাই। মানব মনের অসীম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করা যায় কারো প্রতি রাগান্বিত হয়ে 'মনে মনে তাকে লাথি মারার কল্পনা করলে' একইরকম অনুভূতি হয় না, কিংবা সিনেমায় 'নায়ক কাউকে লাথি মারছে' দেখলেও একই অনুভূতি হয় না। কিন্তু রাগের মাথায় গেলাস ভাঙলে রাগের তীব্রতা কিছুটা হালকা হয় কিংবা গাড়ি চালানোর সময় রাস্তায় অন্য ড্রাইভাররা ডিস্টার্ব করলে ক্সব্ঠ চ্ছ্ণত্ম বলায় অথবা মিডল ফিঙ্গার দেখানোতে একটা নেতিবাচক মজা পাওয়া যায়। ট্র্যাজেডি গল্প, উপন্যাস, সিনেমায় শেষ পর্যন্ত কী দেখানো হয়? একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাসমূলক সমাপ্তি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবদাস' উপন্যাসে দেবু গরুর গাড়িতে চড়ে পার্বতীর বাড়ির সামনে গিয়ে মরে। এই উপন্যাস পড়ে কাহিনি জানার পরেও আমরা দেবদাস সিনেমা দেখতে গিয়েছি। কারণ ঘটনাটি আমরা শুধু পড়েই ক্ষ্যান্ত হই না, সিনেমার পর্দায় দেখে আরো ইন্টেনসিভলি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং দুঃখ উপভোগ করতে চাই। আসলে নীরব বিষণ্নতা উপভোগ করার জন্য বিরহের গান, ট্র্যাজিক উপন্যাস, মুভি দেখে অনেকেই কাঁদতে পছন্দ করে। এই যে নেতিবাচক আবেগ উপভোগের কথা বললাম এটা কি সর্বাংশে ঠিক? আমরা যদি এতই অ্যাকশন কিংবা ফাইটিং দেখতে পছন্দ করি, তাহলে প্যালেস্টাইন কিংবা ইউক্রেন যাচ্ছি না কেন? সেখানে তো সত্যিকারে যুদ্ধ চলছে, খুন, ধর্ষণ সবই হচ্ছে। বিমান থেকে বোমা ফেলছে, কামান থেকে গোলা মারছে। প্রতিদিন শত শত মানুষ মরছে, রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে বহুতল ভবন, স্কুল, হাসপাতাল ধসে পড়ছে। কারণ আমরা আসলে সত্যি সত্যি ভীতিকর কোনো কিছু দেখতে পছন্দ করি না। ছোটবেলায় পুতুলখেলার মতো মিথ্যে মিথ্যে রান্নাবান্না, মিথ্যে মিথ্যে খাওয়া দাওয়ার মতো ভৌতিক সিনেমা দেখে মিথ্যে মিথ্যে ভয় পেতে পছন্দ করি। নিরাপদ জায়গায় বসে কোক এবং পপকর্ন খেতে খেতে হঠাৎ প্রিয়জনকে একটু জাপটে ধরতে ভালোবাসি। এসব বানোয়াট, কাল্পনিক চরিত্র এবং তাদের কর্মকাণ্ড দেখে অল্প সময়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় ভয় পেতে পছন্দ করি।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244605, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

ঝাড়খণ্ডের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আমাদের মূল্যবান ঐতিহ্য ঃ মধুসূদন গোরাই

অনিশা গোরাই

জামশেদপুর ঃ সরায়কেলা জেলার নিমডিহ ব্লকের গৌরডিহ গ্রামে ধন সিং মান সিংএর পুজোর শুভ উপলক্ষ্যে গৌরডিহ, (বাঁধডিহ) লোয়াবেড়া, সাঙ্গিড়া, গৌরডিহ এবং গৌরডিহ এর যৌথ আযোজনে আদিবাসী লোকসংস্কৃতি পীঠা ছাঁকা মেলায় সংস্কৃতিপ্রেমীদের ভিড় জমেছে। বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির ঝলক ছিল মেলায় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বিজলী দেবীর বাই নৃত্য, মানভূমের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সাথে আকর্ষক টুসু এবং আকর্ষণীয় চৌডাল সংস্কৃতি প্রেমীদের মুগ্ধ করেছে। মেলায় ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে প্রায় ৫০ হাজার দর্শনার্থী জড়ো হয়েছিল। মেলায় উপস্থিত সংস্কৃতিপ্রেমীদের উদ্দেশে প্রধান অতিথি সেরায়কেলা জেলা বিজেপির মহামন্ত্রী মধুসূদন গোরাই বলেন, প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি আমাদের অমূল্য ঐতিহ্য। এটা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। যতদিন সংস্কৃতি থাকবে ততদিন আমাদের পরিচয় থাকবে। আমরা যদি আমাদের সংস্কৃতি ভুলে যাই তাহলে আমাদের পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এ উপলক্ষে মেলায় উপস্থিত টুসু ও চৌড়লকে নগদ টাকা পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন প্রধান অতিথি মধুসূদন গোরাই সহ অন্যান্য অতিথিরা। প্রথম পুরস্কার কুইয়ানির লক্ষন সিং, দ্বিতীয় বাঁধডিহের ডেঞ্জার, তৃতীয় বাঙ্গুরদার বিনাপানি ক্লাব, চতুর্থ বারেদার ফতেরাম, পঞ্চম জজরার কান্ত সিং, ষষ্ঠ পুরস্কার পান বুরুডিহের চুমকি রানী এবং সপ্তম পুরস্কার পেয়েছেন প্রধান অতিথি সেরায়কেলা পুরস্কার ঘুটিয়াডিহ। এই

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেলা কমিটির চেয়ারম্যান অজব সিং, ভাইস চেয়ারম্যান লক্ষ্মণ সিং, সেক্রেটারি বিনোদ সিং, সহ সচিব ভূষণ সিং, কোষাধ্যক্ষ মদন মোহন সিং, সহ কোষাধ্যক্ষ দানর্দন সিং, ডা. চন্দ্র মোহন গোরাই, লাল মোহন গোরাই প্রমুখ।

উত্তরাধিকারসূত্রে অবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দক্ষতা ঃ সিয়াবু সূচিকর্ম

বেইজিং ঃ সিয়াবু সূচিকর্ম, লিনেন এমব্রয়ডারি। সূক্ষ্ম লোক সূচিকর্মের সাথে রুক্ষ ও দেহাতি লিনেনকে একত্রিত করা লিনেন এমব্রয়ডারি, যা সাধারণত সিয়াবু সূচিকর্ম নামে পরিচিত, হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষের মধ্যে তা জনপ্রিয়। ২০১৪ সালে, সিয়াবু এমব্রয়ডারি জাতীয় অবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসাবে নির্বাচিত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কারিগররা সিয়াবু সূচিকর্মের কারুকাজ এবং সেলাই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। যা এই শিল্পটিকে আরও অনন্য করে তুলেছে।

৬৫ বছর বয়সী জাং সিয়াওহং জাতীয় অবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সিয়াবু এমব্রয়ডারির একজন উত্তরাধিকারী। এই মার্জিত, গভীর ও অত্যন্ত দক্ষ সূচিকর্ম তার দক্ষ হাতে তৈরি হয়েছে। তিনি ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সূক্ষ্ম সূচিকর্ম দিয়ে সাধারণ লিনেন কাপড়ের সাথে সমন্বিত করার কাজ করেছেন। তিনি লিনেন সূচিকর্মকে শৈল্পিক সূচিকর্মে পরিণত করেছেন।

জাতীয় অবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সিয়াবু এমব্রয়ডারির প্রতিনিধি উত্তরাধিকারী জাং সিয়াওহং বলেন, আমি চারপাঁচ বছর বয়সে আমার বড়খালার কাছ থেকে সূচিকর্ম শিখতে শুরু করি। যখন আমি তার তৈরি সূচিকর্ম দেখি, তখন আমি ভাবি যে এটি হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস। তাই এটি আমার সঙ্গে বেড়ে উঠেছে।

সিয়াবু এর উপাদান তুলনামূলকভাবে শক্ত, তাই এর উপর সূচিকর্ম করা সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য। শিল্প সৃষ্টির জন্য সিয়াবু লিনেন ব্যবহার করার জন্য, জাং সিয়াওহং লিনেনকে নরম করার জন্য বয়ন পদ্ধতি অধ্যয়ন করেছিলেন এবং ৬ ধরণের সূচিকর্ম সেলাই উদ্ভাবন করেছিলেন। আজ, তার দল তিন শতাধিক বেশি জাতীয় ও প্রাদেশিক পুরস্কার জিতেছে এবং তার অনেক কাজ অনেক যাদুঘর এবং আর্ট গ্যালারি সংগ্রহ করেছে।

এ বছর ৩৬ বছর বয়সী উ ওয়ানজিং, সিয়াবু সূচিকর্মের অবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সবচেয়ে তরুণ প্রতিনিধি উত্তরাধিকারী। তার যোগদান সিয়াবু সূচিকর্মকে নতুন প্রাণশক্তি দিয়েছে। তরুণ প্রজন্ম হিসাবে, তিনি তার দলকে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা, গবেষণা পরিচালনা করা, ক্যাম্পাসে অবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আনা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল পণ্য তৈরিতে নেতৃত্ব দেন। তিনি আশা করেন যে, লোকেরা তাদের জীবনে ঐতিহ্যবাহী দক্ষতার আকর্ষণ অনুভব করতে পারে। উ বলেন, সিয়াবু সূচিকর্ম মূলত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। অতীতে, মা বা পূর্বপুরুষরা তাদের সন্তানদের জন্য জিনিস সূচিকর্ম করতেন এই আশায় যে, তারা নিরাপদে এবং স্বাস্থ্যকরভাবে বেড়ে উঠবে। আমরা সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা বিকাশ করি এবং সিয়াবু এমব্রয়ডারি তৈরির অভিজ্ঞতা থেকে আশা করি যে, এটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে আরও একীভূত হতে পারে এবং এটি আবারও মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানানোর বাহক হয়ে উঠবে। বিভিন্ন পদক্ষেপ সত্যিকার অর্থে অবৈষয়িক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে একটি নতুন জীবনীশক্তি প্রদান করবে এবং একে আরও উন্নত করা হল আঙ্গুলের সৌন্দর্যকে ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখা হবে।

বিশ্বব্যাপী সমন্বিত শ্রেণীকক্ষ ঃএকই ক্লাস নেওয়া চাইনিজ কোর্সগুলির বিশ্বব্যাপী অগ্রসর প্রচার করার পাশাপাশি, চীন বিশ্বব্যাপী সমন্বিত শ্রেণীকক্ষ স্থাপন, চীনা ও বিদেশি স্কুলগুলির মধ্যে ক্রেডিট ট্রান্সফার ব্যবস্থা চালু করা এবং দেশে ও বিদেশে শিক্ষার্থীদের একই ক্লাসে যোগদানের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে।

শাংহাই যোগাযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য ক্লাসে, একটি বড় স্ক্রিন, একটি ক্যামেরা এবং একটি পাবলিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম এবং অন্যান্য দেশ ও অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমে নিয়ে আসা হয়। তাদের মধ্যে, ভিয়েতনামের দুই শিক্ষার্থী চীনের স্বল্প কার্বন উন্নয়ন অনুশীলনে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল। তারা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল এবং সরাসরি ক্লাসে তাদের চীনা সহপাঠীদের সঙ্গে আলোচনা করেছিল।

ভিয়েতনামের হো চি মিন সিটির ওপেন ইউনিভার্সিটির স্নাতক ছাত্র রুয়ান কিংকাও বলেন, আমি মনে করি চীন অনেক চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে ইউননানের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ এলাকায় সৌরশক্তির উন্নয়নের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

ভিয়েতনামের ছাত্র রুয়ান কিংকাও চীনের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ মানের কোর্স শেখার বিষয়ে খুবই উত্তেজিত। তিনি বলেন যে, যেহেতু ১৪ সপ্তাহ আগে ক্লাস শুরু হয়েছে, তিনি প্রতিটি ক্লাসের জন্য আগে থেকেই ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়েছেন এবং ক্লাসে বেশ সক্রিয় ছিলেন।

শাংহাই যোগাযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনব্রিটেন ইন্টারন্যাশনাল নিম্ন কার্বন কলেজের সহযোগী অধ্যাপক জাং ইয়ুছুয়ান বলেছেন যে, আমার জন্য সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত লাভ হল চীনের ক্ষেত্রে বিদেশি শিক্ষার্থীদের উৎসাহ, যেমন দারিদ্র্যবিমোচন, লিঙ্গ সমতা, গ্রামীণ পুনরুজ্জীবন, নারী অধিকার এবং চীন সম্পর্কে তাদের আগ্রহ আমার কল্পনার বাইরে।

২০২১ সালের বসন্ত সেমিস্টারে, ছিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব অনলাইন এডুকেশন অ্যালায়েন্সের সচিবালয় গ্লোবাল ইন্টিগ্রেটেড ক্লাসরুম প্রজেক্ট (MOOC) চালু করে। যার লক্ষ্য হল স্থানীয়ভাবে বিশ্বব্যাপী কোর্স তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বিস্তৃত পরিসরে একটি বৈশ্বিক শ্রেণীকক্ষ তৈরি করা। এটি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের পটভূমিসহ শিক্ষার্থীদের মধ্যে আরও সুবিধাজনক এবং গভীর যোগাযোগ প্রচার করে।

ছিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয় গত দুই বছরে মোট ২৫৪টি গ্লোবাল ইন্টিগ্রেটেড কোর্স প্রদান করেছে, যা অনলাইনে অধ্যয়নের জন্য দেশবিদেশের এক হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করেছে। এ ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়টি পদ্ধতিগত পাঠ্যক্রমের সংস্থানগুলিকেও একীভূত করেছে এবং ১০টি বিশ্বব্যাপী সমন্বিত প্রকল্প চালু করেছে যাতে অর্থ, ফলিত অর্থনীতি, পরিবেশগত শাসন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং বিগ ডেটার মতো ক্ষেত্রগুলো রয়েছে। ছিংহুয়া ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের সহযোগী অধ্যাপক শি সিনজেং বলেন যে, এই বিশ্বব্যাপী সমন্বিত শ্রেণীকক্ষে যোগদানের পর বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রেই কিছু উন্নতি হয়েছে। শ্রম অর্থনীতি ক্লাসে, আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে চীনের শ্রমবাজারের প্রাতিষ্ঠানিক নীতি সম্পর্কে কিছু ভূমিকা এবং বিশেষ করে অতীতে চীনের অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়া চলাকালীন অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমবাজার যে ভূমিকা পালন করেছিল তার কিছু ভূমিকা অন্তর্ভুক্ত করেছি।

মার্টিন, চিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর করেছেন। তিনি বলেন যে, এই 'শ্রম অর্থনীতি' কোর্সটি শ্রম বাজারের মাইক্রোইকোনমিক্স সম্পর্কে আমার জ্ঞান প্রসারিত করেছে। এবং প্রফেসরের দেওয়া সব উদাহরণের মাধ্যমে, আমি বুঝতে পারি যে, চীনা সমাজ কীভাবে কাজ করে এবং একই সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করার বিভিন্ন উপায় বুঝতে পারি। এটি সত্যিই দুর্দান্ত, খোলা চোখে এবং চীনকে আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে।

আজ, ওয়ার্ল্ড মুক (MOOC) এবং অনলাইন এডুকেশন অ্যালায়েন্সের উপর ভিত্তি করে, ছিংহুয়া ইউনিভার্সিটি, পিকিং ইউনিভার্সিটি, ইতালির পলিটেকনিকো ডি মিলানো এবং সিঙ্গাপুরের নানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটিসহ ২৩টি দেশের ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনলাইন ও অফলাইন সমন্বয়ের মাধ্যমে মোট ৩৪১টি বিশ্বব্যাপী একীভূত কোর্স খুলেছে এবং তাদের ক্রেডিট পারস্পরিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

পিকিং ইউনিভার্সিটির গ্লোবাল ক্লাসরুমের মিশরীয় ছাত্রী আনচু বলেন, তাই চি কোর্স থেকে আমি চীনা সংস্কৃতি ভালোভাবে বুঝতে পারি। আমরা সবাই বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে এসেছি এবং বিভিন্ন ভাষায় কথা বলি, এবং তারপর আমরা সবাই একই ক্লাস করি এবং একে অপরকে চীনা সংস্কৃতি বুঝতে সাহায্য করি। আমি মনে করি এটি খুব ভাল।

থাং গুইশি, পিকিং ইউনিভার্সিটি গুয়াংহুয়া কলেজের ব্যবসায় প্রশাসনে স্নাতক ডিগ্রিধারী। তিনি বলেন, এই কোর্সটি করতে পারাটা আমার জন্য খুবই উপকারী, কারণ আমি সারা বিশ্বের লোকেদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি, যেমন মিশরীয়, ইতালীয়, ব্রিটিশ ও চাইনিজ ছাত্রদের সাথে এবং ধারণা বিনিময় করতে পারি। আমি অনেক চীনা দার্শনিক ধারণা শিখেছি এবং চীনা উপায় ও চীনা দর্শন শিখেছি।

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক চু সিয়াওমিন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রসহ মিশর, স্পেন, নরওয়ে, সুইডেন, জাপান ও যতদূর ব্রাজিলের মানুষ অঞ্চল, সংস্কৃতি ও দেশের পার্থক্য অতিক্রম করে সরাসরি বিনিময় আমাদের অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। পরবর্তী ধাপে, আমাদের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা উন্নত করার আরও উপায় খুঁজতে হতে পারে।

হ্যাপি স্প্রিং ফেস্টিভ্যাল চীনা বছরের ড্রাগন লণ্ঠন উৎসব বুদাপেস্টে শুরু

হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ২০২৪ সালের হ্যাপি স্প্রিং ফেস্টিভ্যাল চীনা বছরের ড্রাগন লণ্ঠন উৎসব সম্প্রতি বুদাপেস্ট চিড়িয়াখানার ডোম বায়োলজিক্যাল হলে শুরু হয়েছে। চীনের জিগং থেকে শত শত অবৈষয়িক সাংস্কৃতিক লণ্ঠন শিল্পকর্ম একটি চকচকে এবং সুন্দর স্বপ্নের বিশ্ব তৈরি করেছে। হাঙ্গেরিতে চীনা দূতাবাসের কাউন্সেলর সুন জেই লণ্ঠন উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক বক্তৃতায় বলেন যে, ২০২৪ চীনা চান্দ্র ক্যালেন্ডারে ড্রাগন বর্ষ এবং চীন ও হাঙ্গেরির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৭৫তম বার্ষিকী। দুই দেশ পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়ানোর জন্য আরও উত্তেজনাময় সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা করবে। জনগণের মধ্যে বন্ধন উন্নীত করবে এবং ঐতিহ্যবাহী বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে। 'ড্রাগন' থিমসহ এই লণ্ঠন উৎসবটি কেবল ঐতিহ্যবাহী চীনা সংস্কৃতি ও শিল্পের সংমিশ্রণের একটি বিস্ময়কর প্রদর্শনই নয়, বরং নতুন বছরে রঙিন চীনহাঙ্গেরিয়ান সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমের প্রথম প্রদর্শনীও।

বুদাপেস্ট চিড়িয়াখানার প্রকৃতি সংরক্ষণ ও প্রাণী স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক শোশ আন্দ্রে বলেন যে, চীনা রঙিন লণ্ঠনগুলির দুর্দান্ত শৈল্পিক সম্ভাবনা রয়েছে। চীনা শিল্পীদের দুর্দান্ত দক্ষতার সাথে লণ্ঠনগুলি প্রায় যে কোনও চিত্র তৈরি করতে পারে, যা আশ্চর্যজনক।

খবরে বলা হয়েছে, এই লণ্ঠন উৎসব চলবে ২০২৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ড্রাগন বছরের থিম সহ বড় আকারের লণ্ঠন ছাড়াও, লণ্ঠন উৎসবে জায়াঃট পান্ডা, হাতি, মেরু ভালুক, কাঠবিড়ালি, ফ্ল্যামিঙ্গো, ময়ূর ইত্যাদি আকারের কাজগুলিও প্রদর্শিত হয়। যা জৈবিক যাদুঘরের প্রাণীদের প্রতিধ্বনি করে। এর উদ্দেশ্য হল, মানুষকে পশু রক্ষায় মনোযোগ দেওয়া এবং প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করার আহ্বান জানানো।

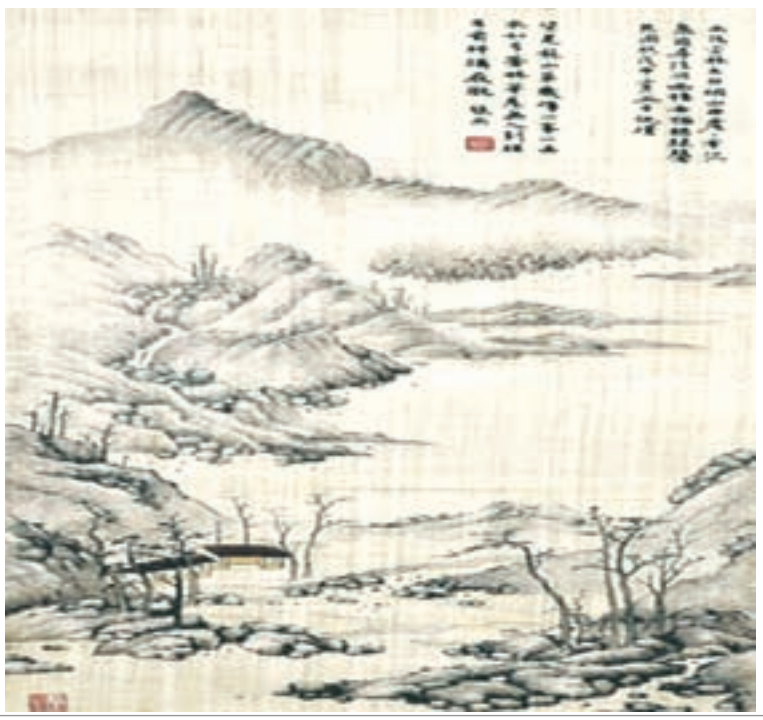

টুকরো খবর

শিলিগুড়ি শহরে অবৈধভাবে চলা নাম্বার বিহীন টোটোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে পথে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহরে অবৈধভাবে চলা নাম্বার বিহীন টোটোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে পথে নামল দার্জিলিং সমতল জলপাইগুড়ি ইরিক্সা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার দুপুর দুটো নাগাদ শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে এসে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় পুর কমিশনারকে। সংগঠনের দাবি দিনের পর দিন শিলিগুড়ি শহরের টোটো শোরুম গুলি থেকে প্রতিদিন টোটো বিক্রি হচ্ছে। এরফলে শহরে যানজট বাড়ছে। পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় শহরে যে সমস্ত নাম্বার বিহীন অবৈধ টোটো গুলি রয়েছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হলো

মালদা ঃ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হলো। জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়েই মূলত এই বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সভায় তৃণমূল দলের বিধায়কেরাও উপস্থিত হয়েছিলেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি , লোক ঠকানোর বার্তার প্রতিবাদ জানিয়ে শুরু হবে প্রচার। পাশাপাশি বিভিন্ন বুথস্তরে প্রতি ১৫ থেকে ২০ পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে ছোট ছোট আলোচনার মাধ্যমেই নির্বাচনী প্রচার শুরু করা হবে। সোমবার দুপুরে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির এই বর্ধিত সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী , দলের জেলার সহসভাপতি বাবলা সরকার, জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী সাগরিকা সরকার, বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র সহ অন্যান্যরা।

এদিন মালদা জেলার ১৪৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্যরা এই বর্ধিত সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়াও ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের নির্বাচিত দলীয় সদস্যরাও । আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে মালদার দুটি কেন্দ্রে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমুখী কাজকর্মের বিষয়গুলি নিয়ে মূলত প্রচার চালানো হবে। এছাড়াও গ্রামীণ স্তরের মানুষের কাছে গিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কি কাজ করতে পেরেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কি উন্নয়ন করেছেন, সেব্যাপারেও গ্রামীন এলাকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের উত্তর শুনবেন দলীয় কর্মীরা। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শুধু মানুষকে ভাওতাবাজি দিয়ে আসছে। নোটবন্দির জেরে সাধারণ মানুষের কোন উপকার হয় নি। কালো টাকাও ফিরে আসে নি। বেকারদেরও কর্মসংস্থান হয় নি। গরিব মানুষদের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকাও ঢুকেনি। ভোট পাওয়ার জন্য কেন্দ্রের মোদি সরকার শুধু লোক ঠকানো কথাবার্তা বলে আসছে। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ভাওতাবাজি দিয়ে ভোট নেওয়া যায় না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সাধারণ মানুষের জন্য যেভাবে উন্নয়নমুখী প্রকল্প করে দিয়েছেন, তাতে বিজেপির আর সমালোচনা করার কোনো জায়গা নেই। বিধায়ক রহিম বক্সি আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য এখন একটাই, বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ভাঁওতাবাজি প্রতিহত করা । লোকসভা নির্বাচনে মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রই দখল করবে তৃণমূল । এদিনের সভার মাধ্যমেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের রূপরেখা আলোচনার মাধ্যমে মূলত করা হয়েছে।

কোচবিহার বিড়ি শ্রমিকরা ডিএম অফিসের সামনে বিক্ষোভ করে স্মারকলিপি পেশ করে

কোচবিহার ঃ বারং বার স্মারক লিপি প্রদান করলেও , আমাদের দাবি পূর্ণ হচ্ছে না । এরূপ বক্তব্যকে সামনে রেখে , আজ কুচবিহারের ডিএম অফিসার সামনে পথযাত্রার মাধ্যেমে বিক্ষোভ ও স্মারলিপি প্রদান কর্মসূচি করে থাকে, কুচবিহারের বিড়ির শ্রমিকরা । এই বিষয়ে স্মারকলিপি প্রদান কারি এক ব্যাক্তি জানান যে , কাজের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক দরকার টা পাচ্ছে না , বিড়ির শ্রমিকরা । বিড়ির শ্রমিকদের নানা অসুবিধার সম্মুখে পড়তে হচ্ছে প্রায় প্রত্যেকদিন। আমাদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে, আমরা এর আগেও স্মারকলিপি প্রদান করেছিলাম ডিএম সাহেবকে কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি । যদি এরুপ আমাদের সাথে বঞ্চনা হতে থাকে, তবে আমরা আরো বৃহৎকার আন্দোলনে নামবো

আলিপুরদুয়ার কলেজহল্টে শুরু হল দুদিন ব্যাপি পিঠে পুলি উৎসব

আলিপুরদুয়ার ঃ মকর সংক্রান্তির পুন্যদিনে আলিপুরদুয়ার কলেজহল্টে শুরু হল দুদিন ব্যাপি পিঠে পুলি উৎসব।উদ্যেক্তা আলিপুরদুয়ার শহরের একটি নামী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শব্দ।আলিপুরদুয়ার কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অর্নব সেন ফিতে কেটে এই পিঠে পুলি উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।দুই বঙ্গরত্ন বিশিষ্ট সাহিত্যেক এর পাশাপাশি একঝাঁক শাসক দলের নেতারা এই পিঠে পুলি উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। আলিপুরদুয়ার শহরের ৪২ জন মহিলা প্রতিযোগিনী এই উৎসবের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।সাধারন পিঠের পাশাপাশি বহ্নি ধানের তিলের পিঠে, পাটিসাপটা আর ও নিত্য নতুন আঙ্গিকের পিঠে নিয়ে হাজির হয়েছেন প্রতিযোগিনীরা।পঞ্চম বর্ষ ধরে চলছে এই উৎসব।উদ্যেক্তা র মধ্যে গৌতম দাস বলেন অনেক পেতিযোগীনি অংশ নিয়েছেন।বেশ সাড়া পড়েছে। আমরা সচরাচর যে সমস্ত পিঠে খেতে অভ্যস্ত সেই পিঠের পাশাপাশি অনেক নতুন ধরনের পিঠে নিয়ে এই উৎসবে হাজির হয়েছেন প্রতিযোগীরা।আলিপুরদুয়ারে মকর সংক্রান্তির দিন এই উৎসব।স্বাভাবিক ভাবেই বহু মানুষ ভীড় করেছেন এই উৎসবে।

নাম্বার বিহীন টোটোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে পথে নামল দার্জিলিং সমতল জলপাইগুড়ি ইরিক্সা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি শহরে অবৈধভাবে চলা নাম্বার বিহীন টোটোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে পথে নামল দার্জিলিং সমতল জলপাইগুড়ি ইরিক্সা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার দুপুর দুটো নাগাদ শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে এসে সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয় পুর কমিশনারকে। সংগঠনের দাবি দিনের পর দিন শিলিগুড়ি শহরের টোটো শোরুম গুলি থেকে প্রতিদিন টোটো বিক্রি হচ্ছে। এরফলে শহরে যানজট বাড়ছে। পাশাপাশি সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি তোলা হয় শহরে যে সমস্ত নাম্বার বিহীন অবৈধ টোটো গুলি রয়েছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সব বিতর্ক ভুলে এক পর্যায়ে পৌঁছে যান কানহাইয়ালাল আবদুল করিম

উত্তর দিনাজপুর ঃ সমস্ত দ্বন্দ্ব ভুলে একেই মঞ্চে কানাইয়া করিম। সোমবার ইসলামপুর শহরের মুক্ত মঞ্চে এক সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন ইসলামপুরের বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী ও ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃনমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কানাইয়ালাল আগরওয়ালের প্রশংসা করেন বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। তিনি বলেন এত সুন্দর একটি মঞ্চ তৈরি করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। তাই তাকে ধন্যবাদ জানালেন বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী। অন্যদিকে তাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই সাফ জানিয়ে দিলেন ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। সব মিলিয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের কানাইয়া করিমের দ্বন্দ্ব এক হয়ে চলা তৃণমূলের কর্মীরা অনেকটাই উৎসাহিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দীঘার সৈকত, সোমবার সকাল থেকে থিক থিক ভিড়

দীঘা ঃ মকর সংক্রান্তির পূর্ণ তিথিতে ভিড়ে জমে উঠল দীঘার সৈকত। সোমবার সকাল থেকে থিক থিকে ভিড় দিঘার সৈকতের স্নানঘাট গুলিতে। অনেকেই সূর্য দেবতা কে প্রণাম করে মকর সংক্রান্তির পূর্ণ স্নান সারলেন দীঘার সমুদ্রে। পর্যটকদের পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের এই দিন ভি ড় ছিল চোখে পড়ার মতো। পর্যটকদের নিরাপত্তা কথা মাথায় রেখে দীঘা থানা এবং ময়না কোস্টাল থানা পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে করা নিরাপত্তা বলেছিল দীঘার সৈকতের গুলিতে,এমনকি জলপথে স্পিড বোট করে টহোল দেয় পুলিশ কর্মীরা। এই মুহূর্তে মকর সংক্রান্তি কে কেন্দ্র করে লক্ষাধিক পর্যটকের ভিড় হয়েছে দীঘার সৈকতে।

অফিসেও হানা দিয়েছেন আজ ইডি আধিকারিকেরা

কলকাতা ঃ ইডি সূত্রে খবর, কলিন স্ট্রিটে অবস্থিত 'ত্রিনয়নী ফোর এক্স প্রাইভেট লিমিটেডের' অফিসেও হানা দিয়েছেন আজ ইডি আধিকারিকেরা। এই কোম্পানির সঙ্গে যোগ রয়েছে শঙ্করের। Ed সূত্রের খবর, এই কোম্পানির মাধ্যমেও নগদে টাকা জামা পড়েছে ভারতীয় মুদ্রায়। সূত্রের খবর, এই অফিসটি শঙ্কর আঢ্যর ভাতৃবধূ তানিয়া আঢ্য ও বাপ্পা রায়ের। তবে বাপ্পা রায়ের সঙ্গে শঙ্করের সম্পর্ক কী তা এখনও জানা যায়নি..

নিউ টাউন জ্যোতিনগরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড পুড়ে ছাই চারটি বাড়ি

নিউ টাউন ঃ স্থানীয় সূত্রে খবর, আজ সকালে কাল ধোয়া দেখে ছুটে আসে সবাই। প্রথমে একটি বাড়িতে আগুন লাগে, পরে ওই বাড়ির সিলিন্ডার ব্লাস্ট করে আগুন ছড়িয়ে যায় আরো বেশ কয়েকটি বাড়িতে। পুলিশ এবং দমকলে খবর দেয়া হলে গলি রাস্তা হওয়ায় দমকল আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারিনি।যদিও স্থানীয়রা পাশের জলাশয় থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও ততক্ষণে আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় চারটি বাড়ি। কিভাবে আগুন লেগেছে এখনো জানা সম্ভব হয়নি, তদন্তে নিউ টাউন থানার পুলিশ।

রিজওয়ানের পর আফ্রিদির লড়াই, ক্যাচ ফেলে ম্যাচ হারল পাকিস্তান

ক্রাইস্টচার্চ ঃ বল হাতে একাই লড়াই করলেন শাহিন শাহ আফ্রিদি, ব্যাট হাতে সেটাই করলেন মোহাম্মদ রিজওয়ান। ক্রাইস্টচার্চে সিরিজের চতুর্থ টিটোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেললেন যা পাকিস্তানের অধিনায়ক ও সহঅধিনায়কই। এর বাইরে উল্লেখযোগ্য যা কিছু, তা ক্যাচ মিসের গল্প! এক ড্যারিল মিচেলই ক্যাচ দিয়ে বেঁচেছেন দুইবার। যে মিচেল শেষ পর্যন্ত মাঠ ছেড়েছেন ম্যাচ জিতিয়ে। পাকিস্তানের তোলা ৫ উইকেটে ১৫৮ রান নিউজিল্যান্ড টপকে গেছে ৭ উইকেট আর ১১ বল হাতে রেখে। এ নিয়ে পাঁচ ম্যাচ সিরিজের প্রথম চারটিতেই জিতল কিউইরা। প্রথম তিন ম্যাচে হেরে সিরিজ খোয়ানো পাকিস্তান আজই প্রথমবার আগে ব্যাট করতে নামে। তবে আগের ম্যাচগুলোর ধারাবাহিকতায় এবারও শুরুতেই আউট হন সাইম আইয়ুব (৬ বলে ১ রান)। এরপর বাবর আজমের সঙ্গে রিজওয়ানের জুটিতে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে পাকিস্তান। টানা তিন ম্যাচে অর্ধশতক করা বাবর ১১ বলে ১৯ রান তুলে অ্যাডাম মিলনের শিকার হলে আবার খেই হারায় পাকিস্তান। মিডল অর্ডারের কেউই রিজওয়ানকে সঙ্গ দিতে পারেননি। একপ্রান্ত আগলে রেখে ডানহাতি এ উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান অপরাজিত থাকেন ৯০ রানে। ৬৩ বল খেলা ইনিংসটিতে চার (৬টি) ও ছয় (২টি) থেকে আসে ৩৬ রান। বাকি ৫৬ রানই দৌড়ে নেন রিজওয়ান। ব্যাটিংয়ে রিজওয়ান যেমন, তেমনই বোলিংয়ে একা লড়াই করেছেন আফ্রিদি। প্রথম ওভারের চতুর্থ বলেই ফিরিয়ে দেন আগের ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান ফিন অ্যালেনকে। এক বল পর আউট টিম সাইফার্টও। পরের ওভারে আফ্রিদি উইল ইয়াংকেও তুলে নিলে নিউজিল্যান্ডের স্কোরকার্ড পরিণত হয় ২০ রানে ৩ উইকেটে। প্রতিপক্ষকে এভাবে চাপে ফেলেও সুবিধা আদায় করতে পারেনি পাকিস্তান। উল্টো মিচেল যে সুযোগগুলো দিয়েছেন, সেগুলোই কাজে লাগাতে পারেননি ফিল্ডাররা। মিচেলকে ১৯ রানে মোহাম্মদ ওয়াসিম আর ৩৪ রানে সাহিবজাদা ফারহান 'নতুন জীবন' দেন। দুটিই বাঁহাতি স্পিনার মোহাম্মদ নেওয়াজের বলে। আরেক ব্যাটসম্যান গ্লেন ফিলিপস ৩৫ রানে থাকাবস্থায় তাঁর ক্যাচ নিতে পারেননি সাইম আইয়ুব। শেষ পর্যন্ত এ দুজনই অবিচ্ছিন্ন ১৩৪ রানের জুটি গড়ে নিউজিল্যান্ডকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেন। বাউন্ডারিতে জয়সূচক রান তোলা মিচেল ৭ চার ও ২ ছয়ে ৪৪ বলে করেন ৭২ রান। ৫ চার ৩ ছয়ে ৫২ বলে ৭০ রান ফিলিপসের। ম্যাচ শেষে হারের পেছনে ক্যাচ মিসের দায়ের কথা উঠে এসেছে পাকিস্তান অধিনায়ক আফ্রিদির মুখেও, 'এই পিচে ১৭০ রান যথেষ্ট মনে হয়েছে। আমরা যদি সুযোগগুলো কাজে লাগাতে পারতাম, ম্যাচটা জিততে পারতাম।'

সংক্ষিপ্ত স্কোরঃ

পাকিস্তান ঃ২০ ওভারে ১৫৮/৫ (আইয়ুব ১, রিজওয়ান ৯০, বাবর ১৯, ফখর ৯, ফারহান ১, ইফতিখার ১০, নেওয়াজ ২১ সাউদি ০/৩৬, হেনরি ২/২২, মিলনে ১/৪৯, ফার্গুসন ২/২৭, স্যান্টনার ০/২৩)।

নিউজিল্যান্ড ঃ ১৮.১ ওভারে ১৫৯/৩ (অ্যালেন ৮, সাইফার্ট ০, ইয়াং ৪, মিচেল ৭২, ফিলিপস ৭০ আফ্রিদি ৩/৩৪, জামান ০/৩০, রউফ ০/২৯, ওয়াসিম ০/২৪, নেওয়াজ ০/৪১)।

ফল ঃ নিউজিল্যান্ড ৭ উইকেটে জয়ী।

ম্যাচসেরাঃ ড্যারিল মিচেল।

পেলের সম্পত্তির ভাগ চান তাঁর আইনি পরামর্শক

ব্রাজিল ঃ কিংবদন্তি মারা গেছেন এক বছর পার হয়েছে। এরই মধ্যে আদালতে আইনি লড়াই শুরু হয়েছে তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তি নিয়ে। যে লড়াইয়ে পেলের স্ত্রী মার্সিয়া আওকির মুখোমুখি হোসে ফরনোস পেপিতো নামের একজন। ভদ্রলোকের পরিচয়? ব্যবসার পাশাপাশি পেলে বেঁচে থাকতে প্রায় ৫০ বছর তাঁর আইনি পরামর্শকের দায়িত্ব পালন করেছেন পেপিতো।

আদালতে দুই পক্ষের আইনি লড়াইয়ের বিষয়বস্তু জানিয়েছে ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'ফোলা দে সাও পাওলো'। ব্রাজিলের হয়ে তিনবার বিশ্বকাপজয়ী পেলে বেঁচে থাকতে একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে যান তাঁর সম্পত্তি নিয়ে করা 'উইল' (ইচ্ছাপত্র) কার্যকর করার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হবেন পেপিতো। গত বছরের জুনে সাও পাওলোর আদালতে পেপিতো অনুরোধ করেন, পেলের 'উইল' কার্যকর করার যে দায়িত্ব তিনি পেয়েছেন, সে জন্য কিংবদন্তির সম্পত্তি থেকে ৫ শতাংশ ভাগ যেন তাঁকে দেওয়া হয়।

কিন্তু পেলের স্ত্রী মার্সিয়ার আইনজীবী লুইজ কিগনেল পেপিতোর এ অনুরোধের বিপক্ষে অবস্থান নেন। তাঁর যুক্তি, পেপিতোকে কোনো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হয়নি, 'এই (ইচ্ছাপত্র কার্যকর করা) দায়িত্ব পাওয়া ব্যক্তির প্রাথমিক ভূমিকা হলো, উত্তরাধিকারদের মধ্যে কোনো বিরোধ তৈরি হলে ইচ্ছাপত্রের পক্ষে অবস্থান নেওয়া। কিন্তু উত্তরাধিকারদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো বিরোধ নেই।' কিন্তু পেপিতোর আইনজীবী যুক্তি দেন, পেলের মোট সম্পত্তির ৫ শতাংশ ভাগ চাওয়ার এই দাবি মেনে নেওয়া উচিত কারণ, তাঁর 'সম্পত্তি নিয়ে প্রচুর জটিলতা আছে, অনেককেই এর ভাগ দিতে হবে'।

ইচ্ছাপত্র কার্যকর করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি (পেলের) সম্পত্তি ব্যবহার করে নিজেকে ধনী বানাতে চান।

ব্রাজিলের আরেক সংবাদমাধ্যম 'ও গ্লোবো' এ বিষয়ে পেলের স্ত্রীকে উদ্ধৃত করে লিখেছে। দেশটির আরেকটি সংবাদমাধ্যম 'মেট্রোপোলস'এর বরাত দিয়ে তারা জানিয়েছে, মার্সিয়া বলেছেন, পেপিতো 'পেলের সম্পত্তি ব্যবহার করে' ধনী হতে চান। মার্সিয়াও বলেছেন, পেলের ইচ্ছাপত্র কার্যকর করার দায়িত্ব পেলেও পেপিতো এ বিষয়ে কোনো ভূমিকা রাখেননি। পেলের সম্পত্তিতে ভাগ চেয়ে পেপিতো 'দুঃসাহসের পরিচয়' দিয়েছেন বলেও মনে করেন মার্সিয়া। তবে তাঁর মতে, এই দাবি 'ভিত্তিহীন এবং অযৌক্তিক'।

ও গ্লোবো জানিয়েছে, মৃত্যুর আগে পেলে যখন হাসপাতালে যাওয়াআসার মধ্যে ছিলেন, তখন সংবাদমাধ্যমের চাপ সামলেছেন পেপিতো। গত বছরের জুনে সাও পাওলোর আদালতে তাঁর সম্পত্তির ভাগ চাওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন মার্সিয়া। সম্পত্তি নিয়ে পেলের ইচ্ছাপত্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সাও পাওলো আদালতের। 'মেট্রোপোলস' সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে এ নিয়ে মার্সিয়ার উদ্ধৃতিও প্রকাশ করেছে ও গ্লোবো, 'ইচ্ছাপত্র কার্যকর করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি (পেলের) সম্পত্তি ব্যবহার করে নিজেকে ধনী বানাতে চান।'

২০২২ সালের ডিসেম্বরে ফুটবলসম্রাটের মৃত্যুর পর তারকাদের ধনসম্পত্তি নিয়ে কাজ করা সেলিব্রিটি নেট ওর্থ নামের একটি ওয়েব পোর্টাল জানিয়েছিল, পেলের মোট সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১০ কোটি মার্কিন ডলার। এর বেশির ভাগই বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে আয় করা। একই তথ্য জানিয়েছিল স্প্যানিশ ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম মার্কাও। তাদের খবরে বলা হয়, মৃত্যুর সময় ১০ কোটি ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার ৪৪ কোটি টাকা) সমমূল্যের সম্পদ রেখে গেছেন পেলে।

৫৬ বছর বয়সী মার্সিয়াকে ২০১৬ সালে বিয়ে করেন পেলে। দুজনের পরিচয় হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। চিকিৎসার সরঞ্জাম আমদানি করে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করা মার্সিয়া পেলের তৃতীয় স্ত্রী। ২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর ৮২ বছর বয়সে মারা যান পেলে।

সালাহ কি আফ্রিকান নেশনস কাপে আর খেলতে পারবেন

মিশর ঃ মিসর কোচ রুই ভিতোরিয়া কোনো রাখঢাক রাখেননি। মূল কথাটা স্পষ্ট করেই বলেছেন তিনি মোহাম্মদ সালাহ এবারের আফ্রিকা কাপ অব নেশনস প্রতিযোগিতায় আর খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে 'এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।' কোনো কিছু বলা আগাম হয়ে যায়। কারণ? চোট। গতকাল ঘানার বিপক্ষে মিসরের ২-২ গোলে ড্র ম্যাচে চোট পান সালাহ। ম্যাচের ৪৫ মিনিটে দৌড়াতে গিয়ে হঠাৎই বসে পড়েন লিভারপুল তারকা। তাঁর চোখমুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল, চোটে পড়েছেন, চিকিৎসক দলের সাহায্য প্রয়োজন। এরপর তাঁকে তুলে নেন কোচ ভিতোরিয়া। মাঠ ছাড়ার সময় বারবার বাঁ পায়ের হ্যামস্ট্রিং দেখাচ্ছিলেন সালাহ। স্বস্তি নিয়ে যে হাঁটতে পারছেন না, সেটি পরিষ্কার বোঝা গেছে।

নেশনস কাপে মিসরের টানা দ্বিতীয় ড্রয়ের পর দলটির কোচ ভিতোরিয়া সালাহর চোট নিয়ে কথা বলেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে, '(সালাহর) সমস্যাটা কী, সেটি এখনো জানা যায়নি। আশা করছি, যেন বড় কিছু না হয়...এখনই কোনো কিছু বলা আগাম হয়ে যায়। সালাহ অসাধারণ খেলোয়াড়। বিশ্বের অন্যতম সেরা। এমন খেলোয়াড় যেন সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকে, সেটাই আমরা চাই।'

নেশনস কাপে ঘানার আগে মোজাম্বিকের বিপক্ষেও ড্র করে মিসর। সেদিন পিছিয়ে থাকা মিসর যোগ করা সময়ে সালাহর পেনাল্টি থেকে করা গোলে হার এড়ায়। দ্বিতীয় ম্যাচেও ঘানাই প্রথম এগিয়ে যায়। ভিতোরিয়া জানিয়েছেন, ঘানার বিপক্ষে প্রথমার্ধে গোল হজমের পর দলের খেলোয়াড়েরা একটু বিমর্ষ ছিলেন। তবে এর সঙ্গে সালাহর চোটের যে কোনো সম্পর্ক নেই, 'প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে গোল হজমের পর খেলোয়াড়েরা হতাশ হয়ে পড়েছিল...কিন্তু এটাই ফুটবল। বিরতির পর মানসিকতা পাল্টেছে খেলোয়াড়দের। আর সালাহও এর কারণ নয়। ফলটা ভালো হয়নি। দল নিজেদের নিংড়েই খেলেছে।' টানা দুই ড্রয়ে পরের ধাপে ওঠার পথ কিছুটা হলেও মিসরের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। এর সঙ্গে সালাহও যদি মাঠ থেকে ছিটকে যান, পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠবে। ভিতোরিয়া অবশ্য সালাহকে ছাড়াও মিসর নেশনস কাপ জয়ের সামর্থ্য রাখে বলে আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছেন, 'কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া কেউ শিরোপা জিততে পারে না...আজ আমরা সেটি দেখিয়েছি, বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে।'

মিসর দুটি গোলই করেছে দ্বিতীয়ার্ধে। ঘানার হয়ে দুই অর্ধে একটি করে গোল মোহাম্মদ কুদুসের। মিসর নেশনস কাপে সবচেয়ে সফল দল। এখন পর্যন্ত জিতেছে সাতবার। তবে সালাহ এখনো গলায় চ্যাম্পিয়নের পদক পরতে পারেননি। দুবার (২০১৭ ও ২০২২) ফাইনালে উঠে হেরেছেন।

ইরান ও পাকিস্তানের পাল্টাপাল্টি হামলা কি যুদ্ধে মোড় নেবে?

তেহরান (ওয়েবডেস্ক)ঃ পাকিস্তানের ভেতরে 'জঙ্গি গোষ্ঠীর ঘাঁটি' লক্ষ্য করে ইরান যেভাবে মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে সেটিতে অনেকেই বেশ 'বিস্মিত' হয়েছেন। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে, এই দুটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশকে আপাতদৃষ্টিতে থেকে পরস্পরের 'ভ্রাতৃপ্রতিম ও বন্ধু' বলেই মনে হয়। বিষয়টি আসলে পুরোপুরি সে রকমও নয়। পাকিস্তানের সাথে ইরানের সম্পর্ক সবসময় একটা চড়াই উতরাইয়ের ভেতর দিয়ে গেছে। যদিও ২০২১ সাল থেকে এই সম্পর্ক অনেকটাই স্থিতিশীল।

পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে ঐতিহাসিক কিছু বিরোধ রয়েছে। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে ধর্ম। ইরান মূলত একটি শিয়া পন্থী রাষ্ট্র। অন্যদিকে পাকিস্তান হচ্ছে সুন্নি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিভিন্ন সময় শিয়া সুন্নির উত্তেজনাকে কেন্দ্র করে নানা হত্যাকাণ্ডও হয়েছে। সিস্তান বেলুচিস্তান ইরানের একটি প্রদেশ। এর ঠিক পাশেই রয়েছে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশ।

ব্রিটিশ শাসনামলের শেষে দিকে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়। যার একটি অংশ ইরানের অধীনে চলে যায়।

ইরান কেন আক্রমণ করেছে?

ইরান মনে করে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান থেকে জঙ্গিরা এসে ইরানের সিস্তান বেলুচিস্তান প্রদেশে হামলা করছে।

অন্য দিকে পাকিস্তানও মনে করে, বালুচ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন যোগাচ্ছে ইরানের গোয়েন্দারা। পাকিস্তান অংশে বালুচরা আলাদা একটি দেশ গঠন করতে চায়।

গত বছর ইরানের ভেতরে বেশ কয়েকটি জঙ্গি হামলা হয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসে সর্বশেষ হামলায় ইরানের একটি পুলিশ স্টেশনে অতর্কিত আক্রমণে ইরানের ১১জন নিরাপত্তা কর্মী নিহত হয়েছে।

ইরানের কর্মকর্তারা দাবি করেছিলেন, এসব হামলাকারীরা পাকিস্তানের ভেতর থেকে এসেছিল।

একই ভাবে পাকিস্তানের ভেতরেও গত বছর দুটো আক্রমণ হয়েছিল যেখানে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা মারা যায়। এই হামলার উৎপত্তিস্থল ইরানের ভেতরে ছিল বলে পাকিস্তান মনে করে।

পাকিস্তান ও ইরান - দুদেশের সীমান্তের ভেতরে 'জঙ্গিদের কার্যক্রম' দেশ দুটির জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে শিয়া সুন্নি বিরোধ। পাকিস্তানে বিভিন্ন সময় শিয়াদের লক্ষ্য করে নানা ধরণের হামলা হয়। এ বিষয়টি ইরানের মধ্যে একটি চাপা ক্ষোভ তৈরি করেছে বহুদিন ধরে।

পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে মসজিদে যখন কোনও বোমা হামলা হয় তখন সেটি শিয়াদের বিরুদ্ধে হয়।

কুয়ালালামপুরে মালয় ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও সমর বিশেষজ্ঞ সৈয়দ মাহমুদ আলী মনে করেন, নানাবিধ চাপের কারণে পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে সম্পর্ক দৃশ্যত ভালো মনে হতো। কিন্তু ভেতরের পরিস্থিতি আসলে সে রকম নয়।

তিনি বলেন, ইরান ও পাকিস্তান পরস্পরের মধ্যে একটা 'রাজনৈতিক সম্পর্ক' বজায় রেখে চলেছে।

সম্প্রতি ইসরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের 'গোপন আস্তানা' টার্গেট করে ইরান মিসাইল হামলা চালিয়েছে সিরিয়ার ইদলিবে এবং ইরাকের কুর্দিস্থানে।

এছাড়াও লোহিত সাগরে ইসরায়েলের সাথে সম্পর্কিত জাহাজে হুথি বিদ্রোহীরা সেসব হামলা চালাচ্ছে তাতে ইরানের সংযোগ আছে বলে মনে করে পশ্চিমারা।

প্রশ্ন হচ্ছে, গত কয়েকদিনের মধ্যে ইরান একাধিক হামলায় জড়িয়েছে কেন?

গত কয়েক বছর যাবত ইরানের বিরুদ্ধে নানা তৎপরতা চালাচ্ছে আমেরিকা ও ইসরায়েল। ইরানের ভেতরে এবং বাইরে অনেক আক্রমণ হয়েছে। ইরানের শীর্ষ কমান্ডার কাশেম সোলাইমানিকে আমেরিকা হত্যা করেছে ইরাকের মাটিতে।

অন্যদিকে ইরানের ভেতরে দেশটির শীর্ষ পরমাণু বিজ্ঞানী আহমেদ ফখরেজাদেকে হত্যা করা হয়েছে। এজন্য ইরান অভিযুক্ত করেছে ইসরায়েলকে। তাছাড়া পাকিস্তান সীমান্তেও ইরান বিরোধী নানা তৎপরতা চলছে।

ইরান একটা বার্তা দিতে চাচ্ছে। তারা তাদের সাধ্যমতো লড়াই করবে। ইরান রাষ্ট্রকে জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে তারা দেশের স্বার্থরক্ষা করতে পারে এবং তাদের সেই সামর্থ আছে, বলছিলেন মাহমুদ আলী।

ইরানের পর্যবেক্ষকরাও মনে করেন, পাকিস্তানের সাথে সংঘাত বাড়ানো ইরানের জন্য ঠিক হবে না। বিবিসি পার্সিয়ান ওয়েবসাইটে মোহাম্মদ ওয়াজিরি এক নিবন্ধে লিখেছেন, ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে নানাবিধ সমস্যা থাকলেও এদুটো দেশ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ। সেজন্য বুধবার ইরান যে হামলা চালিয়েছে সেটি নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। আফগানিস্তান নিয়ে পাকিস্তানের যেমন সমস্যা ছিল, তেমনি ইরানেরও সমস্যা ছিল। ভারতের সাথে সীমান্তে পাকিস্তানের সমস্যা রয়েছে। অন্যদিকে ইরানেরও তাদের পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে সমস্যা রয়েছে।

এসব কারণে পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তে বড় ধরণের উত্তেজনা তৈরি থেকে দুদেশের বিরত থাকা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন মোহাম্মদ ওয়াজিরি।

কয়েক বছর আগে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে যখন সংঘাতের আশংকা প্রবল হয়ে উঠেছিল তখন ইরানে গিয়ে মধ্যস্থতার চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

পাকিস্তানের ভাবনা কী?

পাকিস্তানের সাবেক কূটনীতিক ও পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, সীমান্তে জঙ্গি কার্যক্রমের যে সমস্যা আছে সেটি দুই দেশ একত্রে কাজ করে দূর করতে পারে। কোনও একটি পক্ষ থেকে একতরফা কাজ করে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। ইরানের সাথে সম্পর্কের যাতে অবনতি না হয় সেটিকে দৃষ্টি দেবার কথা বলছেন পাকিস্তানের পর্যবেক্ষকরা। তারা মনে করেন, সীমান্ত সমস্যা নিয়ে ইরানকে ভারতের কাতারে ফেলা ঠিক হবেনা।

পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব আইজাজ আহমাদ চৌধুরী জিও নিউজকে জানিয়েছেন, পাকিস্তান দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করেছে। জবাব দেবার মাধ্যমে পাকিস্তান প্রমাণ করেছে যে তারা এটা করতে চায় না, তবে চাইলে তারা করতে পারে।

ভারত এবং আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তানের সীমান্ত ভালো নয়। সেজন্য পাকিস্তানের উচিত হবেনা আরেকটি সীমান্তে বিবাদ তৈরি করা, বলেন মি. চৌধুরী।

তিনি মনে করেন, পরিস্থিতি যাতে আরো খারাপের দিকে না যায় সেজন্য দুদেশের উচিত হবে পরিপক্কভাবে এই সমস্যার সমাধান করা।

পাকিস্তানের ডন পত্রিকায় এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, অনেক বিদেশি শক্তি দেখতে চায়, পাকিস্তান এবং ইরানের মধ্যে যে সম্পর্ক রয়েছে সেটি স্থায়ীভাবে ভেঙ্গে যাক।

সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেছেন, পাকিস্তান যে 'নিয়ন্ত্রিত' জবাব দিয়েছে সেটি তেহরানের মাঝে 'উদ্বেগ' সৃষ্টি করবে।

ইরানের ভেতরে আঘাত করার মাধ্যমে পাকিস্তান একটি সীমা অতিক্রম করেছে, যেটি লঙ্ঘন করার ব্যাপারে আমেরিকা এবং ইসরায়েলও সবসময় সতর্ক থাকে, পাকিস্তানের জিও নিউজকে বলেন খাজা আসিফ।

ওয়াশিংটনের উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়ান স্কলার মাইকেল কুগেলম্যান মনে করেন, ইরানের হামলার বিপরীতে পাকিস্তান সমানভাবে জবাব দিয়েছে। পাকিস্তানের হামলায় শুধু জঙ্গি গোষ্ঠীকে টার্গেট করা হয়েছে, ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীকে টার্গেট করা হয়নি।

বলতে গেলে এটা এখন দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা কমানোর রাস্তা খুলবে, যদি উভয় পক্ষ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে। কিন্তু এখানে বড় একটা 'যদি' আছে, 'এক্স' প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন মি. কুগেলম্যান।

যুদ্ধের দিকে গড়াবে?

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে যা ঘটেছে সেটা এটা শক্তি প্রদর্শনের হামলা। কাউকে ধরাশায়ী করার জন্য নয়। এটা একটা রাজনৈতিক বার্তাও বটে।

আপনি যে আপনার বৈরি রাষ্ট্রের সীমান্ত অতিক্রম করে হামলা চালাতে পারেন, এটা সে বার্তা দিচ্ছে নিজ দেশের জনগণ ও বৈরি রাষ্ট্রর প্রতি, বলছেন সৈয়দ মাহমুদ আলী।

উভয় দেশ পরস্পরের প্রতি তাদের সামর্থ দেখাতে চাইছে। পাকিস্তানের পাল্টা হামলার পর ইরান যদি আবারো আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তান আরো জোরালো আক্রমণ করবে। সেক্ষেত্রে সংঘাত ছড়িয়ে যেতে পারে বলে আশংকা করছেন সৈয়দ মাহমুদ আলী।

আপনি আমাকে একটা ঘুষি মেরেছেন, আমি আপনাকে পাল্টা আরেকটা ঘুষি মেরেছি। এই শক্তি প্রদর্শনের বিষয়টা যদি ওখানে শেষ হয়ে যায়, তাহলে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যাবে।

তিনি মনে করেন, এখন বিষয়টি ইরানের হাতে। ইরান যদি আবারো হামলা চালায় তাহলে সংঘাত ছড়িয়ে যাবে।

ইরান ও পাকিস্তানে মধ্যে সংঘাত ছড়িয়ে গেলে আমেরিকা পাকিস্তানকে সমর্থন দেবে বলে মনে করেন সৈয়দ মাহমুদ আলী।

চীন কোন দিকে যাবে?

ইরান এবং পাকিস্তান - উভয় দেশের ঘনিষ্ঠ মিত্র হচ্ছে চীন। পাকিস্তানে চীনের বিভিন্ন বিনিয়োগ রয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে সামরিক সহযোগিতাও বহু পুরনো।

তাছাড়া পাকিস্তান ও চীন - দুই দেশ ভারতের প্রতিপক্ষ। এটিও তাদের অভিন্ন স্বার্থ।

চীনের সহযোগিতায় পাকিস্তান বেলুচিস্তানে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ আহরণ ও বন্দর নির্মাণের কাজ করছে।

অন্য দিকে চীনের মধ্যস্থতায় সম্প্রতি ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যদিও ইরান এবং সৌদি আরব পরস্পরের চরম প্রতিপক্ষ।

কিন্তু দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার মতো জটিল কাজটি করতে পেরেছে চীন। এতে করে বোঝা চাচ্ছে, ইরানের উপরও চীনের প্রভাব রয়েছে।

সে ক্ষেত্রে অনেকে চীনের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছে। এই সমস্যা দূর করার জন্য চীন ভূমিকা রাখতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে ডন পত্রিকার সম্পাদকীয়তে।

চীন কোনও ভাবেই চাইবে না পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে বড় ধরনের সংঘাত তৈরি হোক। চীনের স্বার্থ হচ্ছে এই অঞ্চলকে শান্ত রাখা।

ইরান এবং পাকিস্তান - এই দুটো দেশ চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

ইরানের বন্দর আব্বাস এবং পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে গোয়াদার বন্দরের সাথে সংযোগের মাধ্যমে চীন তাদের 'বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভের' অংশ হিসেবে ব্যবসা বাণিজ্যের বড় একটি রুট গড়ে তুলছে। ফলে ইরান এবং পাকিস্তানের মধ্যে সংঘাত হলে চীনের ব্যাপক স্বার্থহানি হবে। সে জন্য চীন উভয় দেশের মধ্যে সংঘাত থামানোর চেষ্টা করবে। চীন এখানে ভূমিকা রাখলে ইরান ও পাকিস্তান শান্ত হয়ে আসার সুযোগ পাবে, বলছিলেন সৈয়দ মাহমুদ আলী। পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব আইজাজ আহমাদ চৌধুরী জিও নিউজকে বলেন, ইরান এবং পাকিস্তান - এ দুটো দেশ চীনের সহায়তায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে।

টুকরো খবর

জাইশ আল আদল জঙ্গি গোষ্ঠী কারা? পাকিস্তান ও ইরানের কূটনৈতিক সম্পর্কই বা কেমন?

ইসলামাবাদ ঃ পাকিস্তান ভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠী জাইশ আল আদলকে লক্ষ্য করে ইরান সম্প্রতি হামলা চালানোর পর আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত সীমানা ছাপিয়ে অন্য এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। পাকিস্তানের সরকার নিশ্চিত করে বলেছে যে, ওই হামলায় দুটি শিশু নিহত হয়েছে এবং তিন জন আহত হয়েছে। তারা বলেছে, সাম্প্রতিক এই ক্ষেপণাস্ত্র হামলা সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। একই সাথে কোনও ধরনের উস্কানি ছাড়াই আকাশসীমা লঙ্ঘনের এই ঘটনার বদলা নেওয়া হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে। ইরান দাবি করেছে, জাইশ আল আদল নামে একটি সুন্নি জঙ্গি গোষ্ঠী পাকিস্তান ইরান সীমান্তে সক্রিয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল তাদের মদত দিয়ে যাচ্ছে। অতীতে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর উপর বেশ কয়েকটি হামলার দায় স্বীকার করেছে এই গোষ্ঠীটি।

জাইশ আল আদল বা 'ন্যায়বিচার ও সমতার পক্ষে যোদ্ধা' হচ্ছে একটি জঙ্গি গোষ্ঠী যারা ইরানের সরকারের বিরোধিতা করে। এই গোষ্ঠীটি নিজেদেরকে ইরানের সিস্তান বেলুচিস্তান প্রদেশে সুন্নি অধিকার রক্ষক হিসেবে বর্ণনা করে থাকে। ২০০৯ সালে ইরান আব্দলমালেক রিগি নামে একজনকে গ্রেফতার করে। তিনি এই জঙ্গি গোষ্ঠীটির প্রধান। এর আগে এই গোষ্ঠীটি জানদাল্লাহ বা আল্লাহর যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিল। আব্দলমালেক রিগির বিরুদ্ধে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীর উপর বোমা হামলা চালানো এবং যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিযোগ আনা হয়। ২০১০ সালে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। সে সময় ইরানে নিয়োজিত থাকা পাকিস্তানের সাবেক কূটনীতিক মোহাম্মদ আব্বাসি বলেছিলেন, রিগির গ্রেফতারে পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দারা বলছে, ইরানে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ এবং হামলার পেছনে জাইশ আল আদলের হাত রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হচ্ছে ২০০৫ সালে দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদের উপর হামলা। জাইশ আল আদল যেসব হামলার দায় স্বীকার করেছে তাদের মধ্যে বেশির ভাগই সিস্তান বেলুচিস্তান প্রদেশে চালানো হয়েছে।

সামরিক মহড়ার সময় দেখা যাওয়া ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র যা সম্প্রতি পাকিস্তান, ইরাক এবং সিরিয়ায় আঘাত হেনেছে। ইরান কেন পাকিস্তানে হামলা চালাল?

ইরানের সামরিক বাহিনী বা রিভলিউশনারি গার্ড কোর ইরাক এবং সিরিয়ায় বিভিন্ন লক্ষ্যে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের হামলা চালানোর পরের দিনই এই বিমান হামলা চালানো হয়। পাকিস্তানের সাবেক মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র নীতি বিশেষজ্ঞ মুশাহিদ হুসাইন সাইদ বলেন, এই পদক্ষেপ পাকিস্তানের জন্য বিস্ময়কর ছিল। আমার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আপাতত দেখে মনে হচ্ছে যে, এটা ইরানের সামরিক বাহিনী রিভলিউশনারি গার্ড কোরের গোপন অভিযান এবং এটি অবশ্যই আরো বিস্তৃতভাবে দেখার সুযোগ রয়েছে, বলেন সাবেক এই মন্ত্রী। তিনি আরও দাবি করেন, এই হামলা দ্বিপক্ষীয় চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক প্রটোকলের লঙ্ঘন। একই সাথে এটি এমন এক সময়ে ইসলামী ঐক্যের চেতনাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা যখন গাজায় একটি গণহত্যা চালানো হচ্ছে। তিনি বলেন, ইসরায়েলের প্রতি হতাশা প্রকাশ করার পরিবর্তে তেহরান গত চব্বিশ ঘণ্টায় তিনটি মুসলিম দেশের উপর হামলা চালিয়েছে। এ ধরনের ভণ্ডামি এবং দ্বিচারিতার তীব্র নিন্দা করা উচিত, বলেন তিনি।

ঐতিহাসিকভাবে পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যকার সম্পর্কে সুসময় ও দুঃসময় দুটোই ছিল। ইরানই প্রথম দেশ হিসেবে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং বিদেশে পাকিস্তানের প্রথম দূতাবাসও ইরানে স্থাপন করা হয়েছিল। স্নায়ুযুদ্ধের সময় দুই দেশ পরস্পরকে সহায়তা করেছে এবং ভূ রাজনীতিতে তারা ব্যাপকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। ১৯৬৫ সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় তেহরান ইসলামাবাদকে সমর্থন দিয়েছিল। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সশস্ত্র লড়াই ১৯৬৫ সালের অগাস্টে শুরু হয়ে ওই বছরেরই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। যাই হোক, ১৯৭৯ সালের ইরান বিপ্লব এবং পাকিস্তানে সৌদি অনুপ্রাণিত ওয়াহাবি ধারার ইসলাম চর্চা বাড়তে থাকলে ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে অবিশ্বাস বাড়তে থাকে। ১৯৯০ এর দশকে পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা এবং শিয়া ছায়াযুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার জন্য ইরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়। আর অন্য দিকে এই সময়ে কাবুল ভিত্তিক তালেবান সরকারকে ইসলামাবাদের সমর্থন দেয়া নিয়ে অস্বস্তি ছিল তেহরানের। ভারতের সাথে ইরানের সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং ওয়াশিংটনের সাথে পাকিস্তানের কৌশলগত মিত্রতা বাড়ানোর বিষয়টি দুই দেশকে পরস্পর থেকে আরো দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান ও ইরান বছরের পর বছর ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে জঙ্গি গোষ্ঠীকে মদদ দেয়ার অভিযোগ তুলে আসছে। ২০১৮ সালে ইরান যখন চাবাহার নামে দেশটির সমুদ্র বন্দরের একাংশের নিয়ন্ত্রণ নয়াদিল্লির হাতে ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে ভারতের সাথে একটি চুক্তি সই করে, তখন ইসলামাবাদ এটি নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানে এই বিষয়টিকে গোওয়াদার বন্দরের কৌশলগত গুরুত্ব কমিয়ে আনতে ভারত ও ইরানের একটি পাল্টা পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হয়েছিল। চীন পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে গোওয়াদার বন্দর। এত সব অবনতির মধ্যেও দুই দেশ বড় কোন দ্বন্দ্বে জড়ায়নি। আবার তারা তাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের পূর্ণ সম্ভাবনাকে কখনো ব্যবহারও করেনি। ইসলামাবাদের ইন্সটিটিউট অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের গবেষণা ফেলো আরহামা সিদ্দিকা বলেন, ২০২১ সাল থেকে দুই দেশের সম্পর্ক বেশ ইতিবাচকভাবেই এগিয়ে চলছিল। কিন্তু তারপরও পাকিস্তান বেশ সতর্কতার সাথেই পুরো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল। আরহামা সিদ্দিকা বিবিসিকে বলেন, পাকিস্তান তার ভূখণ্ডের অখণ্ডতার বিষয়ে কোনও ছাড় দিতে পারবে না। কিন্তু একই সাথে তারা আরেকটি যুদ্ধক্ষেত্র উন্মুক্ত করতে চায় না। ভারত ও আফগানিস্তানের সাথে এরই মধ্যে তাদের সম্পর্ক খারাপ। ইসলামাবাদ আরেক প্রতিবেশীর সাথেও সম্পর্ক খারাপ করতে চাইবে না। ইকরাম সেহগাল নামে একজন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক বিবিসিকে বলেন, পাকিস্তান এ পর্যন্ত ইরানের সাথে যথাযথভাবেই সম্পর্ক বজায় রেখে এসেছে। এমনও সময় ছিল যখন পাকিস্তান সৌদি শিবির এর অংশ হতে চায়নি। বিশেষ করে ২০১৫ সালে যখন সৌদির নেতৃত্বে সুন্নি জোট ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে তখন পাকিস্তান এর অংশ হতে অসম্মতি জানায়। পাকিস্তান তখন বুঝতে পেরেছিল যে, আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িক সংঘাতে জড়ালে তার বিপদ হচ্ছে, দেশের মধ্যে শিয়া ও সুন্নি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন একটি লড়াই ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। তবে ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে সাম্প্রতিক সুসম্পর্ক এই চাপ কিছুটা কমিয়ে দিয়েছে। ইকরাম সেহগাল বিশ্বাস করেন, ইরান বোঝে যে তারা আরেকটি প্রতিবেশীর সাথে নতুন করে আরেকটি যুদ্ধাবস্থা শুরু করতে পারবে না কারণ দেশটি এরই মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আঞ্চলিক সংঘাতে জড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখেও বেশ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে দেশটিকে। তিনি মনে করেন, পাকিস্তানের উচিত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া এবং অন্য দেশে হামলা চালাতে নিজের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে না দেওয়া। ইরানেরও এ ধরনের বিপর্যয়মূলক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। তাদের উচিত যোগাযোগ করে সমন্বয় করা। তা না হলে, এ ধরণের পদক্ষেপ এই অঞ্চলটিকে আরেকটি যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে যা এই অঞ্চলের মানুষ সহ্য করতে পারবে না, বলছেন মি সেহগাল।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
8
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
20:01:2024

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

গ্যাস সংকট নিয়ে উদ্বেগ, পরিস্থিতি এমন হলো কেন?

ঢাকা ঃ ভোর পাঁচটা বাজে উইঠা দেখি যে একটু পানিও গরম করতে পারি না। সারাদিন তো গ্যাস আসেই না। সকাল বেলা নাস্তা বানাইতে পারি না ছেলে অফিসে যায়। ছেলের বাপ ডায়েবেটিসের রোগী, তারে নাস্তা বানায় খাওয়াইতে পারি না। অনেক কষ্ট হয়, মিরপুরের একজন গৃহিনী গ্যাস সংকটের কারণে কষ্টের কথাগুলো এভাবেই বর্ণনা করেন। রান্নার গ্যাস ছাড়াও সিএনজি, শিল্পকারখানা এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ করা যাচ্ছে না। সবমিলিয়ে বাংলাদেশে চলছে তীব্র গ্যাস সংকট। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিবেদনে বাংলাদেশে অর্থনীতির জন্য ৫টি ঝুঁকির মধ্যে জ্বালানি স্বল্পতাকে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, গ্যাস সংকটের কারণ নিজস্ব জ্বালানির উৎপাদন কমেছে আর আমদানি নির্ভরতা বেড়েছে। ডলার সংকটের কারণে অতিরিক্ত আমদানি করাও সম্ভব হচ্ছে না। আগামীতে জ্বালানি সংকট মোকাবেলা এবং আমদানি করে চাহিদা পূরণ করাই হবে বাংলাদেশের বড় চ্যালেঞ্জ।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র নিয়ে আমেরিকার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলেন নেতানিয়াহু

ইসরায়েল ঃ ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, গাজা সংঘাত বন্ধ হওয়ার পর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রস্তাব তার বিরোধিতা করেন তিনি।

এক সংবাদ সম্মেলনে মি. নেতানিয়াহু বলেন, 'পুরোপুরি বিজয়' অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত গাজায় আক্রমণ অব্যাহত থাকবে।

'পুরোপুরি বিজয়' বলতে নেতানিয়াহু হামাসের ধ্বংস এবং বাদবাকি ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির কথা বোঝাচ্ছেন। তিনি এটাও বলছেন, এই লক্ষ্য অর্জনে আরও অনেক মাস লাগতে পারে। হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ২৫ হাজার ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়েছেন ৮৫ শতাংশ গাজাবাসী।

এর জেরে হামলা বন্ধ এবং স্থায়ীভাবে যুদ্ধের ইতি টানার লক্ষ্যে অর্থবহ সংলাপে অংশ নিতে ব্যাপক চাপ আসে ইসরায়েলের ওপর।

ইসরায়েলের বিরোধীরা তো বটেই এমনকি মিত্র যুক্তরাষ্ট্রও নতুন করে দীর্ঘদিন আলোচনার বাইরে থাকা সেই দুই রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধানেরই তাগিদ দিচ্ছে।

দ্বিরাষ্ট্র সমাধান মানে ভবিষ্যতের ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ইসরায়েলের পাশেই প্রতিষ্ঠা পাবে।

কারো কারো প্রত্যাশা, বর্তমান সংকট হয়তো বিবদমান পক্ষগুলোকে আবার কূটনীতির পথে ফিরতে বাধ্য করবে। সেটিই অন্তহীন সংঘাত বন্ধের একমাত্র পথ।

কিন্তু, নেতানিয়াহুর মন্তব্য বলে দেয়, তারা বিপরীত মনোভাব।

বৃহস্পতিবারের সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'জর্ডান নদীর পশ্চিমের ভূভাগে ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক।' অথচ, এই ভূমি সম্ভাব্য ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে পড়ার কথা।

'এটা এক অপরিহার্য পরিস্থিতি এবং এটা ফিলিস্তিনের সার্বভৌমত্বের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু, কী আর করা? আমি আমার আমেরিকান বন্ধুদের এই সত্যিটাই বলেছি এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে এমন কোন বাস্তবতা আরোপ করার চেষ্টা বন্ধ করে দিয়েছি', বলছিলেন মি. নেতানিয়াহু।

মি. নেতানিয়াহু তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের একটা বড় অংশ ব্যয় করেছেন ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ধারণার বিরোধিতায়। গত মাসেই সদর্পে বলেছেন, সেই রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঠেকিয়ে দিতে পেরে তিনি গর্বিত।

ফলে, তার সর্বশেষ বক্তব্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক তৎপরতার প্রকাশ্য বিরোধিতা এবং চলমান সামরিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার প্রত্যয় বলে দেয় পশ্চিমা মিত্রদের সাথে ইসরায়েলের দূরত্ব বাড়ছে।

সাতই অক্টোবর ইসরায়েলর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলার ঘটনাটি ঘটে। হামাস সদস্যরা এক হাজার তিনশ' জনকে হত্যা করেন। জিম্মি করা হয় প্রায় আড়াই শ' জনকে।

সেই শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের আত্মরক্ষার অধিকার আছে মর্মে সমর্থন জানিয়ে আসছে দেশটিকে।

কিন্তু, গাজায় মৃতের সংখ্যা আর ভয়াবহতা যখন দিনকে দিন বাড়তে থাকলো, পশ্চিমা সরকারগুলো তখন ইসরায়েলকে রাশ টানার আহ্বান জানায়।

হোয়াইট হাউজ বারংবার ইসরায়েলি সামরিক নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে আসছে।

নির্বিচার বিমান হামলা না চালিয়ে, সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত অস্ত্রের ব্যবহারের তাগিদ দিচ্ছে তারা। নিরুৎসাহিত করে আসছে স্থল হামলাকে।

যুদ্ধোত্তর গাজায় ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্ত করে দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের আহ্বানও তাদের।

কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের উপদেশ কানে তোলা তো হয়ই নি বরং কখনও কখনও প্রকাশ্যে খারিজ করে দেয়া হয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের সাম্প্রতিক সফরের সময়েই এমন ঘটনা ঘটেছিলো।

নিঃশর্ত সহায়তা না দেয়ার জোর দাবি সত্ত্বেও ইসরায়েলের প্রতি বাইডেন প্রশাসনের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে তাই হতাশাও বাড়ছে আমেরিকান বলয়ে।

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু'র সর্বশেষ মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেইক সুলিভান বলেন, 'তার সরকার দুই রাষ্ট্র ভিত্তিক সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।'

'যুদ্ধের পরে গাজা পুনর্দখল করা যাবে না', যোগ করেন মি. সুলিভান।

তবে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য তার সমর্থক এবং মন্ত্রিসভার কট্টর সদস্য যাদের সহায়তায় তার সরকার টিকে আছে তাদের খুশি করবে।

কিন্তু, যারা দেশেবিদেশে এই যুদ্ধের মানবিক ক্ষতি নিয়ে আতংকগ্রস্ত তাদেরকে হতাশ করবে।

সাম্প্রতিক জরিপ বলছে, বেশিরভাগ ইসরায়েলি চান হামাসকে ধ্বংস করার প্রায় অসম্ভব লক্ষ্যের পেছনে ছোটার চেয়ে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনাটা নেতানিয়াহু সরকারের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

মণিপুরে নতুন করে সহিংসতায় ২জন কমান্ডো নিহত, আহত বিএসএফ সদস্যরা

মনিপুর ঃ ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় মণিপুর রাজ্যের পুলিশ বলছে নিরাপত্তা বাহিনীর ওপরে হামলার দুটি পৃথক ঘটনায় গত ২৪ ঘণ্টায় দুজন পুলিশ কম্যান্ডো নিহত এবং তিনজন বিএসএফ সদস্যসহ মোট নয়জন নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়েছেন। প্রথম ঘটনায় ভারতমিয়ানমার সীমান্তের শহর মোরেতে হামলাকারীরা বন্দুক ও বিস্ফোরক নিয়ে মণিপুর রাইফেলসের একটি দলকে আক্রমণ করে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ওয়াংখেম সমরজিৎ মেইতেই ও থাকেলাম্বাম শিলেশ্বর নামে দুই পুলিশ কর্মী নিহত হন ওই ঘটনায়, তাদের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যাণ্ডেলে জানিয়েছে মণিপুর পুলিশ।

তারা বলছে ওই হামলায় ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়নের ছয়জন সদস্যও আহত হয়েছেন।

এই দুজন নিহত নিরাপত্তা রক্ষীর মধ্যে থাকেলাম্বাম শিলেশ্বরের মৃত্যু হয়েছে বুধবার রাতে, এমনটাই জানিয়েছে সংবাদ সংস্থা পিটিআই। পুলিশ সূত্রগুলি জানিয়েছে মোরে শহরের হামলায় রকেট চালিত গোলাও ছোঁড়া হয়েছিল বাহিনীর দিকে। দ্বিতীয় ঘটনাটি থৌবাল জেলার। বুধবার বেশি রাতে উত্তেজিত জনতা প্রথমে ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটালিয়নের একটি দলের ওপরে হামলা চালায়। সামান্য শক্তি ব্যবহার করে তাদের মোকাবিলা করা হয়। এরপরে ওই জনতা থৌবালে পুলিশ সদর দপ্তরে ঢুকতে চেষ্টা করে। ভিড়ের মধ্যে থেকেই দুষ্কৃতীরা গুলি চালায়, যাতে তিনজন বিএসএফ সদস্য আহত হন, জানিয়েছে মণিপুর পুলিশ।

গত বছর অক্টোবরে এক পুলিশ অফিসারকে হত্যার অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করার পরেই মণিপুরে দুটি জায়গায় পুলিশের ওপরে হামলার ঘটনা ঘটল। যে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তারা দুজনেই কুকি জনজাতি গোষ্ঠীর।

ওই গ্রেফতারের পর থেকেই কুকি জনজাতি গোষ্ঠীগুলি বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

বুধবারও মোরেতে সেরকমই একটা বিক্ষোভ চলছিল। ওই বিক্ষোভের মধ্যেই রকেট চালিত গোলা ছোঁড়া হয় নিরাপত্তাবাহিনীর দিকে।

ওই গোলা আর অগ্নিসংযোগের ঘটনায় বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন ধরে যায়।

আগুন নেভাতে মিয়ানমার থেকে দুটি দমকলের গাড়িও চলে আসে বলে স্থানীয় সাংবাদিকরা জানিয়েছেন।

আট মাস ধরে সহিংসতা

মণিপুরে গত বছর মে মাসের গোড়া থেকে জাতিগত সহিংসতা চলছে সংখ্যাগুরু মেইতেই আর কুকি জনজাতিদের মধ্যে।

ওই সব সহিংসতায় এখনও পর্যন্ত অন্তত দুশো জন মারা গেছেন আর কয়েক হাজার মানুষ বাড়ি ছাড়া হয়ে রয়েছেন।

সংঘর্ষ শুরু হওয়ার পর থেকে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে দুই গোষ্ঠীর বসবাসের এলাকা সম্পূর্ণ বিভক্ত হয়ে গেছে।

মেইতেই আর কুকিরা কেউই একে অন্যের এলাকায় যান না। মাঝে পাহারা দেয় কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী।

মণিপুরের সংখ্যাগুরু মেইতেই গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে তফসিলি উপজাতি বা এসটি তালিকাভুক্ত হওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল।

তাদের বসবাস মূলত ইম্ফল উপত্যকায়। এদিকে পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাস করেন যে আদিবাসীরা, তাদের একটা বড় অংশ মূলত কুকি চিন জনগোষ্ঠীর মানুষ।

সেখানে নাগা কুকিরাও যেমন থাকেন কিছু সংখ্যায়, তেমনই আরও অনেক গোষ্ঠী আছে।

মেইতেইরা তফসিলি উপজাতির তকমা পেয়ে গেলে পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ বঞ্চিত হবেন, এই আশঙ্কা ছিলই।

গত বছর মে মাসের গোড়ায়, হাইকোর্ট মেইতেইদের তফসিলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি সরকারকে বিবেচনা করতে বলে। তার বিরুদ্ধে পাহাড়ি উপজাতি জনগোষ্ঠী বিক্ষোভ মিছিল করে।

সেখান থেকেই সহিংসতার শুরু হয়, যা খুব দ্রুত পুরো রাজ্যেই ছড়িয়ে পড়ে।

তফসিলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ আসার আগে থেকেই অবশ্য সরকারের এবং মেইতেইদের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন পাহাড়ি উপজাতিরা।

ওইসব পাহাড়ি বনাঞ্চল থেকে সরকার 'বেআইনি দখলদার' সরাতে শুরু করেছিল সম্প্রতি। এগুলি সবই নাগা এবং কুকিদের বসবাসের এলাকা ছিল।

মেইতেই উপজাতি বিরোধের ইতিহাস

মেইতেইরা মণিপুরের জনসংখ্যার প্রায় ৬৪। ৬০জন বিধায়কের বিধানসভায় তাদের আসনই ৪০টি, যদিও তাদের বসবাস রাজ্যের মাত্র দশ শতাংশ জমিতে। মেইতেইরা সিংহভাগই হিন্দু এবং একটা বড় সংখ্যায় বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। আবার তারা চিরাচরিত প্রকৃতি পুজোও করে থাকে। মেইতেইদের মধ্যে কিছু মুসলমানও রয়েছেন। অন্যদিকে পাহাড়ি অঞ্চলে বাস করেন যেসব নাগা এবং কুকি উপজাতির মানুষ, তাদের একটা বড় অংশ খ্রিস্টান। এরকম ৩৩টি উপজাতি গোষ্ঠীর বসবাস রাজ্যের ৯০ পাহাড়ি অঞ্চলে।

ইয়েমেনে হুথিদের ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ইয়েমেন ঃ যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী ইয়েমেনের পশ্চিমাঞ্চলে ১৪টি হুথি ক্ষেপণাস্ত্রের ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নিক্ষেপ করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিলো। আর এগুলো ছিলো এ অঞ্চলে বাণিজ্যিক জাহাজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর জন্য সম্ভাব্য হুমকি। সেন্টকম এর কমান্ডার জেনারেল মাইকেল এরিক কুরিলা বলেছেন, ইরান সমর্থিত হুথি সন্ত্রাসীরা অব্যাহতভাবে দক্ষিণ লোহিত সাগর ও আশপাশের জলপথে আন্তর্জাতিক নাবিক ও বাণিজ্যিক জাহাজের চলাচলকে বিপন্ন করে তুলেছে। তিনি বলেন, আমরা নিরীহ নাবিকদের জীবন রক্ষায় এবং আমাদের জনগণকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া অব্যাহত রাখবো। ইয়েমেনের হুথি নিয়ন্ত্রিত অংশ থেকে, একবার ব্যবহারযোগ্য একটি ড্রোন, এডেন উপসাগরে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের পতাকাবাহী, যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন এবং পরিচালিত জাহাজ এমভি জেনকো পিকার্ডিতে হামলা চালায়। এর কয়েক ঘণ্টা পর যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী উল্লিখিত হামলা চলিয়েছে। জাহাজটির পরিচালন প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, হামলায় কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আরো বলেছে যে জাহাজের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যৎসামান্য। হুথিরা বলছে, তারা গাজায় হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধে, ফিলিস্তিনিদের সাথে সংহতি প্রকাশ করছে। দাবি করেছে, তারা লোহিত সাগরে ৩০টির বেশি হামলা চালিয়েছে। হুথি হামলা শুরুর পর, প্রধান শিপিং কোম্পানিগুলো আফ্রিকা উপকূলের পাশ দিয়ে, দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল রুটে জাহাজ পরিচালনা করছে। লোহিত সাগর হলো, ইউরোপ এবং এশিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ। এই জলপথে প্রায় ১৫ শতাংশ নৌযান চলাচল করে। পেন্টাগনের প্রেস সেক্রেটারি মেজর জেনারেল প্যাট রাইডার বুধবার দিনের শুরুতে সংবাদদাতাদের জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী হুথিদের সম্ভাব্য হামলা প্রতিরোধে সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখবে।